বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.dife.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

“আপনি চাকরি করেন,
আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব কৃষক,
আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব শ্রমিক,
আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়,
আমি গাড়ি চড়ি ঐ টাকায়।
ওদের সম্মান করে কথা বলেন,
ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন, ওরাই মালিক।
ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

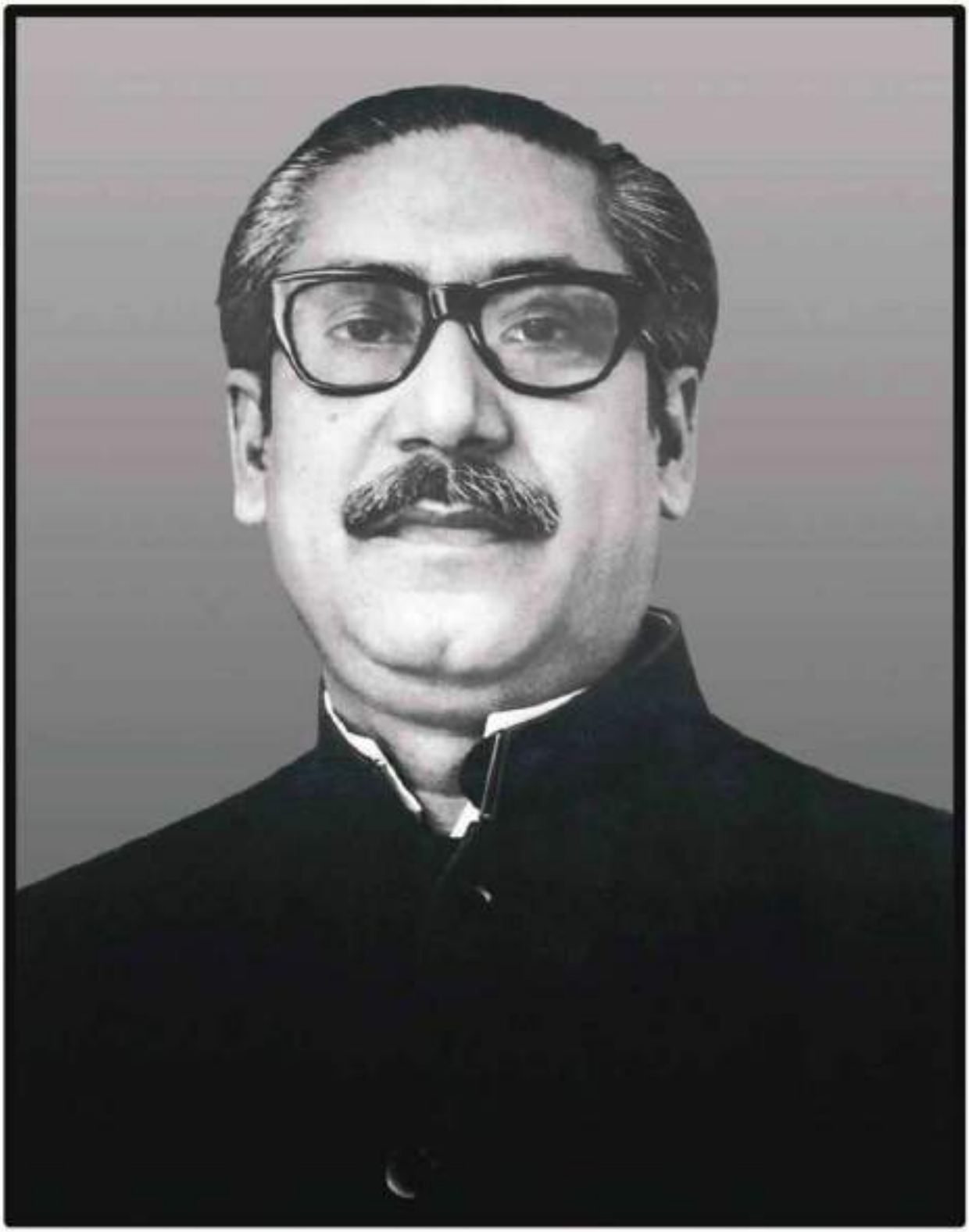

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এই প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বর্ষে প্রকাশিত হওয়া বার্ষিক প্রতিবেদন এ অধিদপ্তরের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটেছে। সরকার শিল্পখাতে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থাসমূহ টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সৃষ্ট মহামারির কারণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি সংকটের মধ্যে পড়লেও আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্ব এবং সাহসী পদক্ষেপের ফলে শিল্প-কারখানার উৎপাদন সচল রাখাসহ শ্রমজীবী মানুষকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছি। করোনা ভাইরাস থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরে কর্মরত চিকিৎসকদের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে 'টেলিমেডিসিন' সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং আইএলও'র সহায়তায় 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে তা দেশের শ্রমঘন এলাকায় কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য শ্রমিক-মালিক ও সরকার সকল পক্ষকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা সংস্থার একটি অর্থবছরের কার্যক্রমের অন্যতম দলিল। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম, বিশেষ কার্যক্রম এবং উল্লেখযোগ্য অর্জন তুলে ধরা হয়েছে। অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এই বার্ষিক প্রতিবেদন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সবশেষে আমি দেশের শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট তথ্যবহুল এই প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের বছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ সংবলিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

কলকারখানায় নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরি প্রদান, কর্মঘণ্টা, শিশুশ্রম নিরসন, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। নিয়মিত শ্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে এ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৫০ টি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯১৯টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের আওতাধীন Remediation Coordination Cell (RCC)-এর মাধ্যমে দেশের ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSTRI) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান এবং পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ এই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এছাড়া শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

বিদ্যমান কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারি পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও যথাযথ দিক্‌নির্দেশনায় স্বাস্থ্যবিধি পালনপূর্বক কলকারখানা চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। এ সময়কালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের পাশাপাশি 'বিশেষ পরিদর্শন' পরিচালনা করা হয়েছে। এর ফলে সংকটকালেও উৎপাদন অব্যাহত রাখার মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তথ্যবহুল 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ এহছানে এলাহী

মহাপরিদর্শক
(অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও শ্রমিকের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এই অধিদপ্তর। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অংশীজনদের মাঝে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস চালায় ডাইফ। কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং শ্রমিকপক্ষকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রম আইন ও বিধিমালার বাস্তবায়ন এই অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম, প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের দাপ্তরিক কাজে শতভাগ ই-ফাইলিং এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে শ্রম অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম এর মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং শ্রম অসন্তোষ নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া রিপোর্টিং সিস্টেম আধুনিকায়ন এবং সেবা সহজীকরণে 'ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম' চালু করা হয়েছে। শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শ্রম পরিদর্শকগণ কর্তৃক হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) পরিচালনা করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)' চালু করা হয়েছে। দেশের শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও গতিশীল করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিদপ্তরের পরিদর্শক এবং কর্মকর্তাগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে ডাইফ। নতুন ৬টি সেক্টর: ট্যানারি, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা এবং রেশম খাত থেকে ইতোমধ্যে শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে অধিদপ্তরের ১৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিগত অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের শাখা, উপশাখাসহ অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি শিল্প কারখানা ও শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য ও উপাত্তের উৎস হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
আহ্বায়ক
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ শিল্পকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক, মালিকের সমন্বয়ে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন কর্মপরিবেশ সৃজন, শ্রমিকের আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের পরিদর্শক এবং কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন, বিশেষ পরিদর্শন, তাৎক্ষণিক পরিদর্শন, শিশুশ্রম নিরসন, উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শ প্রদানসহ নানাবিধ সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২০৪১ অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। শ্রমখাতে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও ইতোমধ্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে ডাইফ।

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। দেশের বিশাল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী এবং ইকনমিক ইউনিটের তুলনায় অধিদপ্তরের জনবল ও অবকাঠামো অপ্রতুল। এতদসত্ত্বেও অধিদপ্তরের জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নির্ধারণ করে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। একই সাথে অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি ও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে নিজস্ব ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অধিদপ্তর আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিগত অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০-২০২১। এজন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, যথাযথ তথ্যাবলি সমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তথাপি এই প্রকাশনায় নানা অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ত্রুটি বিচ্যুতি ও ঘাটতি বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং পরবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কামনা করছি। বার্ষিক প্রতিবেদনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং ডাইফ-এর মহাপরিদর্শক মহোদয় বাণী প্রদান করায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে সার্বিক দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মহোদয়ের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া প্রকাশনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ ইউসুফ আলী

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিশেষ সহযোগিতা
মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ড. গোলাম মোঃ ফারুক
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা কমিটি

আহ্বায়ক
মোঃ ইউসুফ আলী
উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য
মোঃ কামরুল হাসান
উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য
মোঃ মেহেদী হাসান
উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য
সাবিহা মুক্তা
উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য
মনোয়ার হোসেন
পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য সচিব
মোঃ ফোরকান আহসান
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশনা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২১

ডিজাইন ও প্রিন্টিং
শৈলী প্রিন্টার্স

ভূমিকা	১৮
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) পরিচিতি	১৯
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনগত ভিত্তি	২১
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম	২২
সিটিজেন চার্টার	২৩
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবলের পরিসংখ্যান	৩১
প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, তথ্য ও পরিসংখ্যান	৩২
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি APA (২০২০-২১)	৩২
২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৩
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে রাজস্ব আয়	৩৪
প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও পরিসংখ্যান	৩৫
বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব	৩৭
সাধারণ শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, তথ্য ও পরিসংখ্যান	৩৮
শ্রম পরিদর্শন	৩৮
শ্রম অভিযোগ	৩৯
শ্রম আইন লঙ্ঘন, শাস্তি প্রদান, মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি	৪০
লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন	৪০
গণশুনানি নিষ্পত্তি	৪১
আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	৪২
রাজস্ব আদায়	৪২
নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন	৪৩
নিয়োগবিধি অনুমোদন	৪৩
উদ্বুদ্ধকরণ সভা	৪৩
টোল ফ্রি হেল্প লাইন (১৬৩৫৭)	৪৪
পরিদর্শন সার্ভিসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত আইন ও বিধি	৪৪
পরিদর্শনযোগ্য কাজের জায়গাসমূহের পরিসংখ্যান ও নিয়োজিত শ্রমিক	৪৫
নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪৫
কারখানায় কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা	৪৭

সেইফটি শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, তথ্য ও পরিসংখ্যান	৪৮
কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ	৪৮
সেইফটি কমিটি	৪৮
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সঙ্গে কার্যক্রম	৪৯
Strategic Sector Co-operation (SSC) Project	৫০
স্বাস্থ্য শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, তথ্য ও পরিসংখ্যান	৫১
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১ উদযাপন	৫১
বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১ উদযাপন	৫১
প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ	৫২
শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম	৫৩
শিশুকক্ষ স্থাপন এবং শিশুকক্ষ স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা	৫৩
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫৪
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২০২১	৫৫
প্রকল্প বিষয়ক তথ্য	৬৮
"কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন" প্রকল্প	৬৮
"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" প্রকল্প	৬৯
নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প	৭০
রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম	৭১
তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা স্কিম	৭৫
প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ	৭৬
আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম	৭৭
ডিজিটাল সেবা	৭৭
উদ্ভাবন বিষয়ক কার্যক্রম	৮০
ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম	৮২
সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম	৮৩
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে অগ্রগতি	৮৫
জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম	৮৬
তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ	৮৭
লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি	৮৯
আলোকচিত্রে অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৯১

ভূমিকা

আমাদের ভিশন : কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি।

আমাদের মিশন :

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন
- কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
- কারখানার উৎপাদনশীলতা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি
- বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন
- নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি
- শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ

কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা প্রসূত আইনগত অধিকার বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন এবং শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরি প্রদানসহ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়াদি তদারকি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিত কার্যক্রম এবং বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখার নিমিত্তে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম, গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, শ্রম পরিদর্শন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, কারখানার লাইসেন্স, অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ, জনবল, প্রধান কার্যালয়ের শাখা ও উপশাখাসমূহের কার্যক্রম ও অর্জন, ডিজিটাল সেবা, অন্যান্য সেবাসমূহ এবং সামগ্রিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) পরিচিতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রম বিষয়ক প্রথম আইন কারখানা আইন ১৮৮১ প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে সরকারি পরিদর্শন কার্যক্রম স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে প্রবর্তিত অন্যান্য শ্রম আইনেও সরেজমিন পরিদর্শনের বিধান রাখা হয়।

শ্রম প্রশাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯২০ সালে মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে দুটি লেবার কমিশনার পদ এবং লেবার কমিশনারের অধীনে অতিরিক্ত লেবার কমিশনার, ডেপুটি লেবার কমিশনার, সহকারী লেবার কমিশনার ও লেবার অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে লেবার কমিশনার পদ ও এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু থাকে। ১৯৫৮ সালে লেবার কমিশনার পদবি পরিবর্তন করে শ্রম পরিচালক করা হয়।

উল্লেখ্য যে, শ্রম প্রশাসনের অংশ হিসেবে শ্রম পরিদর্শন কর্মকাণ্ড প্রথমে লেবার কমিশনার ও পরবর্তীতে শ্রম পরিচালকের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হতো। তবে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার অধিভুক্ত শ্রম আইনের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি আইএলও কনভেনশন-৮১ এর প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শ্রম নীতি ও এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খানের রিপোর্টের ভিত্তিতে শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত ৮১ নং আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ০১ জুলাই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে বিদ্যমান শ্রম আইনসমূহের জন্য প্রধান পরিদর্শক পদকে পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে আইনগত ক্ষমতা দেয়া হয়।

স্বতন্ত্র পরিদপ্তর হিসেবে অস্তিত্ব লাভের পর সে সময়ে প্রচলিত শ্রম সম্পর্কিত ৪৬টি আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও রেগুলেশন্স শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে বলবৎ করার দায়িত্ব পরিদর্শন পরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়। ঢাকায় প্রধান কার্যালয়সহ পুরাতন চারটি বিভাগে চারটি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির আলোকে পরিদর্শন কাঠামোকে দু'টি শাখা, যথা : কারখানা শাখা এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখায় বিভক্ত করে পরিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। আবার শ্রম আইনের বিধানাবলীর প্রকৃতিগত ভিন্নতার আলোকে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান শাখার পরিদর্শন কার্যক্রম তিনটি ভাগে, যথা : (১) প্রকৌশল (২) মেডিকেল ও (৩) সাধারণ নামে বিভক্ত ছিল। এ সময় অনুমোদিত পদসংখ্যা ছিল ২০৪।

পরবর্তিতে ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প" গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ পরিদপ্তরের আওতায় রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এর ফলে পরিদপ্তরের জনবল ২০৪ হতে ২২৬ জনে উন্নীত হয়। এ পরিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই আরও ৫৯টি পদ বছর বছর সংরক্ষণ ভিত্তিতে সৃজিত হয়। ফলে জনবলের সংখ্যা ২৮৫ জনে উন্নীত হয়। অতপর ৩১-০১-২০১২ তারিখে পুনরায় একই পদ্ধতিতে আরও ২৯ টি পদ সৃজন করায় মোট পদের সংখ্যা হয় ৩১৪ জন।

সর্বশেষ, বাংলাদেশের পোশাকখাতে সৃষ্ট কয়েকটি দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক মহলের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলের সেইফটি, স্বাস্থ্য, কল্যাণসহ আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি পরিদপ্তরকে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর"-এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত ০১টি প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত মাত্র ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৯৯৩ যার মধ্যে পরিদর্শকের পদ ৫৭৫। অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি হলো "মহাপরিদর্শক", যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। সরকারের একজন যুগ্মসচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ভারপ্রাপ্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের দিক্‌নির্দেশনায় প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা, পাঁচটি উপশাখা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরি প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা নিম্নরূপ

১. প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা

২. সাধারণ শাখা

৩. সেইফটি শাখা

৪. স্বাস্থ্য শাখা

প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার গঠন ও কার্যক্রম

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী একজন যুগ্মমহাপরিদর্শকের অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক, দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক, একজন তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, একজন আইন কর্মকর্তা, একজন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা এবং একজন গ্রন্থাগারিক-এর সমন্বয়ে প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা গঠিত। প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার অধীনে ৫টি উপশাখা রয়েছে। যেমন : আইন উপশাখা, তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা, পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, হিসাব উপশাখা ও গ্রন্থাগার। অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতাবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, নিয়োগ, বদলি, পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া অধিদপ্তরের আইনগত বিষয়াদি দেখাশোনা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচার ও প্রকাশনা, মিডিয়া যোগাযোগ ও গণসংযোগ, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য প্রদান, বাজেট প্রণয়ন, ব্যয় বিভাজন, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কাজও এই শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

সাধারণ শাখার গঠন ও কার্যক্রম

প্রধান কার্যালয়ে একজন যুগ্মমহাপরিদর্শকের অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক এবং দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)-এর সমন্বয়ে এই শাখা গঠিত। মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম তদারকি, পরিদর্শকগণের পরিদর্শনসূচি অনুমোদন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ সংক্রান্ত শ্রম অসন্তোষ নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণসহ আইন অনুযায়ী চাকরির শর্তাবলী ও কল্যাণমূলক বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করে এই শাখা। এছাড়াও কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়োগবিধির অনুমোদন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু, জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু, শ্রম আইনের কতিপয় ধারা ও বিধির প্রয়োগ হতে কারখানাকে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে মতামত প্রদান করা। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়তা, মাতৃত্বকল্যাণ সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, দুর্ঘটনায় মৃত্যুজনিত আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ উল্লেখিত সহায়তার চেক বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতা প্রদান করা এ শাখার কাজ।

সেইফটি শাখার গঠন ও কার্যক্রম

একজন যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)-এর অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)-এর সমন্বয়ে সেইফটি শাখা গঠিত। বর্তমানে দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পাওয়ায় সেইফটি শাখার কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেইফটি শাখার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের সেইফটি শাখায় সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) ও শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি) পদে মোট ০৭ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এছাড়া জাতীয় উদ্যোগের (National Initiative) আওতায় দেশব্যাপী পোশাক শিল্প কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সংস্কার কার্যক্রম সেইফটি শাখা এবং অধিদপ্তরের আওতাধীন সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শাখার গঠন ও কার্যক্রম

একজন যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর সমন্বয়ে স্বাস্থ্য শাখা গঠিত। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, পেশাগত রোগ প্রতিরোধ, রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, মাতৃত্বকালীন সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিকরণ, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ আইনের বিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা এ শাখার কাজ। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিটের কার্যক্রম, প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস (OSH Day) উদযাপন কার্যক্রম, বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন কার্যক্রম, পেশাগত ব্যাধি নিরসনে সচেতনতামূলক কার্যক্রম এই শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের গঠন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শ্রম আইনের কল্যাণমূলক বিধানসমূহ বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট অনুমোদন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়। এছাড়া কারখানা ভবনের কাঠামোগত সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষাসহ দুর্ঘটনার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ ও চেক বিতরণ ইত্যাদি কাজ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে ৪টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। শাখাগুলো হলো : সেইফটি শাখা, স্বাস্থ্য শাখা, সাধারণ শাখা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনগত ভিত্তি

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর কনভেনশন-৮১ (শ্রম পরিদর্শন কনভেনশন, ১৯৪৭) অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও কার্যকর পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্তে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। উক্ত কনভেনশনের অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে স্বাধীনতা পূর্বকালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আমলে ১৯৭০ সালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর একটি স্বতন্ত্র পরিদপ্তর হিসেবে প্রথম অস্তিত্ব লাভ করে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তিত ২০০৬ সালের ৪২ নং আইন, তথা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২ (৪৭) এর সংজ্ঞায় অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী বা মহাপরিদর্শক ও অধীনস্থ অন্যান্য নির্বাহী পদের পরিচিতি, ধারা ৩১৮ তে তাঁদের নিয়োগ, এলাকা নির্ধারণ ও ক্ষমতা বণ্টনের বিধান এবং ধারা ৩১৯ এ তাঁদের সকলের আইনগত ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম কল্যাণ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে শ্রম সম্পর্কিত আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, বন্দর, ডক, রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু এবং লাইসেন্স নবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ফি গ্রহণ।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকরি বিধি অনুমোদন।
- কারখানা নির্মাণ/প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুমোদন ও লে-আউট নকশা অনুমোদন করা।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।
- আইন অমান্যকারী মালিক/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা।
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।
- Remediation Coordination Cell (RCC) এর মাধ্যমে জাতীয় উদ্যোগের (NI) আওতায় অ্যাসেসমেন্টকৃত কারখানার সংস্কার কাজের তদারকি করা।
- আইএলও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আইএলও এর বিবিধ প্রশ্নমালার জবাব তৈরি করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি প্রশাসন, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সার্ভে রিপোর্ট তৈরী সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করা।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস এবং বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সিটিজেন চার্টার

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন : কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি।

মিশন :

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন
- কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
- কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি
- বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন
- নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি
- শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১. নাগরিক সেবা

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কারখানা লে-আউট প্ল্যান, সম্প্রসারণ/সংশোধনের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন	**(ক)** কারখানা কর্তৃপক্ষ এমোনিয়া বা ব্লু প্রিন্টে দুই প্রস্থ নকশা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-৭৬) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ৫।স্বীকৃত প্রকৌশলী/ প্রকৌশলী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রইং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
		উপমহাপরিদর্শক নকশা অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। **(খ)** http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	৬। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থার লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থা কর্তৃক ভবন নির্মাণের সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । ৮। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নকশা।			
২	কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	**(ক)** কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজ পত্রের আলোকে উপমহাপরিদর্শক কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন এবং সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। **(খ)** http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । ৫। মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল/অংশিদারী চুক্তি কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি। ৯। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১০। কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১১। ফায়ার লাইসেন্স	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি (তফসিল-৭ এ বর্ণিত) কারখানা/প্রতি-ষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন।	৪৫ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৩	ঠিকাদারি সংস্থার (Outsourcing) রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং সংশোধন	১। LIMA অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন।	১। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ০৫ (পাঁচ) কপি ছবি। ২। আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি। ৪। ট্রেড লাইসেন্সের কপি। ৫। TIN সনদ।	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/ লাইসেন্স নবায়ন ফি (তফসিল-৭ এ বর্ণিত)	৪৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
		২। মহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের তথ্যাবলীর সঠিকতা যাচাই করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রের আলোকে মহাপরিদর্শক লাইসেন্স আবেদন মঞ্জুর করবেন। মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত লাইসেন্স ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন। ৩। আবেদন মঞ্জুর করা হলে উক্ত মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করতে হবে। ৪। ফরম ৭৮ অনুযায়ী মহাপরিদর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন। ৫। ঠিকাদার সংস্থা লাইসেন্স নবায়নের জন্য বিধি ৩৫৫ (৩) এর বিধান অনুযায়ী মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হবে।	৬। মূল্য সংযোজন কর (VAT) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি। মেমোরেন্ডাম অফ এসোসিয়েশন/আর্টিকেল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৯। মহাপরিদর্শকের অনুকূলে জামানত হিসেবে তফসিল-৭ উল্লিখিত অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক হিসাবে জমাকরণ। ১০। কর্মীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা তহবিল গঠন করত বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ধারা-১৭(১)(২) মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল। ১১। ঠিকানাসহ অবস্থান ও অফিস ব্যবস্থাপনার বিবরণ। ১২। যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির তালিকা ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সনদপত্র। ১৩। নিজস্ব প্রশিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা বা অন্য কোন অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সংস্থার সাথে চুক্তিপত্র (যদি থাকে)। ১৪। কর্মী নিয়োগ বিধিমালা। ১৫। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৬।বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৮। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৯। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।			
৪	কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের চাকরি বিধি অনুমোদন	কারখানা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ফরম-১, ফরম-২ ও ফরম-২ (ক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণ করে খসড়া	-	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
		চাকরি বিধিমালা মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করবেন। মহাপরিদর্শক বিধি ৪ অনুসরণপূর্বক চাকরিবিধি অনুমোদন করবেন।				
৫	লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি	(ক) চাকরির শর্তাবলী, মাতৃত্বকল্যাণ, মজুরি, আইন ও বিধি মোতাবেক অন্যান্য অভিযোগ মহাপরিদর্শক/সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক/পরিদর্শক বরাবর দাখিল করবেন। (খ) http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করা যাবে। (গ) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	আবেদন পত্র	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৬	হেল্পলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।	(ক) শ্রমিক/ সংশ্লিষ্ট কেউ ১৬৩৫৭ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ দায়ের করবেন। (খ) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৭	DEA (Detail Engineering assessment) / Design Analysis	DIFE কর্তৃক তালিকাভুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত বিভিন্ন কারখানার Structural DEA এবং Fire, Electrical Design এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি টাস্কফোর্সের সহায়তায় অনুমোদন করা হয় ও কারখানা কর্তৃপক্ষকে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
		প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।				
৮	রিমেডিয়েশন তদারকি/ পরিদর্শন	Preliminary assessment হতে প্রাপ্ত Structural, Fire, Electrical এর প্রদত্ত সমস্যাগুলোর জন্য DEA/Design সংগ্রহ ও অনুমোদিত DEA/Design অনুযায়ী কারখানাগুলো কাজ করছে কিনা তা তদারকি করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	চলমান	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
৯	দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	(ক) কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ঘটলে কারখানা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-২৭, ২৭ (খ) অনুযায়ী নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবেন। (খ) কারখানা পরিদর্শকগণ প্রাপ্ত নোটিশ মারফত অথবা অন্য কোন মাধ্যমে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে তদন্ত করবেন। তদন্তকালে পরিদর্শকগণ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দায়ী চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(ক) বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম ২৭, ২৭ (খ) (খ) প্রযোজ্য নয়।	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক ও ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির সময় সাপেক্ষে সেবা প্রদান করা হয়	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১০	দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন তদন্তকালে পরিদর্শকগণ আহত ও নিহত শ্রমিকদের বিস্তারিত তথ্য, শ্রম আইনের লঙ্ঘিত	(ক) প্রযোজ্য নয় (খ) বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম ২৮	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
		ধারাসমূহের তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে শ্রম আইন অনুযায়ী আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয় এবং শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (খ) দুর্ঘটনার তথ্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক ষান্মাসিক প্রতিবেদন ফরম নং ২৮ অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রদান করবেন।				
১১	শ্রমিকের (কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক) কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদন	কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কাজ শুরুর ৩০ কার্যদিবস পূর্বে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক যথাযথ ফরমে শ্রমিকের (কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক) কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদনের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	কিশোর শ্রমিকের কাজের সময়ের নোটিশ বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম ১৬ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম ৩৭, ৩৭(ক) এবং ৩৭(খ) মোতাবেক।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১২	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান	সেবা প্রত্যাশী প্রধান কার্যালয়ে/সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন।	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (http://www.infocom.gov.bd) সংশ্লিষ্ট সকল আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।	নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে	৩০ কার্যদিবস	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২.২. দাপ্তরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি এবং শ্রান্তি বিনোদন ছুটি অনুমোদন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ।	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৬০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
৩	পেনশন নিষ্পত্তি	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	বাজেট বরাদ্দ ও বেতন ভাতা সংক্রান্ত	ibas++ সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা কার্যালয় সমূহে বাজেট বরাদ্দ এবং বেতন ভাতা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।	ibas.finance.gov.bd এবং দপ্তরের প্রধান কার্যালয়।	বিনামূল্যে	প্রয়োজন অনুসারে	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২.৩. অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি ও শ্রান্তি বিনোদন ছুটি অনুমোদন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	১। মহাপরিদর্শক বরাবর নির্ধারিত নিয়মে আবেদন ২। ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩। সর্বশেষ ভোগকৃত শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	পেনশন নিষ্পত্তি	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাসময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

৩	জিপিএফ সুবিধা	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	প্রশিক্ষণে মনোনয়ন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২।ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাসময়ে আবেদন।	প্রযোজ্য নয়	প্রয়োজন অনুসারে	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৫	মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	প্রযোজ্য নয়	১০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৬	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি, যানবাহন, আসবাবপত্র এবং স্টেশনারি সরবরাহ	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৪	আবেদনের ধারাক্রম অনুসারে সেবা গ্রহণ
৫	সার্বিক সহযোগিতা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

যথাসময়ে সেবা না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবায় সংক্ষুব্ধ হলে।	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ফোন: ০২-৮৩৯৯৪৬৩ ইমেইল: dig.general@dife.gov.bd ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	৩ মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	মহাপরিদর্শক ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮ ই-মেইল: ig@dife.gov.bd ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	১ মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল		৩ মাস

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবলের পরিসংখ্যান

ক্র: নং	পদ	গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	শূন্যপদ নিয়োগ প্রক্রিয়া				
						পদোন্নতির মাধ্যমে	সরাসরি	আউটসোর্সিং	১০% সংরক্ষণ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	মহাপরিদর্শক	২য়	১	১	০	০	০	০	০	০
২	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক	৩য়	১	১	০	০	০	০	০	০
৩	যুগ্মমহাপরিদর্শক	৪র্থ	৪	০	৪	৪	০	০	০	৪
৪	উপমহাপরিদর্শক	৬ষ্ঠ	২৭	১২	১৫	১৫	০	০	০	১৫
৫	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)	৯ম	৯৬	৩৮	৫৮	৫২	৩	০	৩	৫৮
৬	সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	৯ম	৪১	৮	৩৩	১৬	১৫	০	২	৩৩
৭	সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি)	৯ম	৪১	২২	১৯	১৪	৩	০	২	১৯
৮	পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০	০	০
৯	তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০	০	০
১০	গ্রন্থাগারিক	৯ম	১	০	১	০	১	০	০	১
১১	আইন কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০	০	০
১২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	১	১	০	০	০	০	০	০
১৩	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)	১০ম	২৪৮	১৬৬	৮২	১০	৫০	০	২২	৮২
১৪	শ্রম পরিদর্শক (সেফটি)	১০ম	৫৮	১৬	৪২	০	৩৭	০	৫	৪২
১৫	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	১০ম	৫৮	৪৭	১১	০	৬	০	৫	১১
১৬	পরিসংখ্যান সহকারী	১৫তম	১	১	০	০	০	০	০	০
১৭	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৫তম	৬	৩	৩	০	৩	০	০	৩
১৮	কম্পিউটার অপারেটর	১৫তম	১	০	১	০	১	০	০	১
১৯	প্রধান সহকারী	১৫তম	৫	৪	১	০	১	০	০	১
২০	হিসাব রক্ষক	১৫তম	১	১	০	০	০	০	০	০
২১	উচ্চমান সহকারী	১৪তম	২২	৯	১৩	১৩	০	০	০	১৩
২২	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	৭	৫	২	০	২	০	০	২
২৩	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬তম	১২৪	৮৮	৩৬	১৯	৮	০	৯	৩৬
২৪	হিসাব সহকারী	১৬তম	১	০	১	০	১	০	০	১
২৫	টেলিফোন অপারেটর	১৬তম	১	১	০	০	০	০	০	০
২৬	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর টেকনিশিয়ান	১৬তম	১	১	০	০	০	০	০	০
২৭	গাড়ি চালক	১৬তম	৩৬	২০	১৬	০	১৩	০	৩	১৬
২৮	অফিস সহায়ক	২০তম	১৫৬	৩০	১২৬	০	২১	১০৫	০	১২৬
২৯	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	২৫	০	২৫	০	০	২৫	০	২৫
৩০	মালী	২০তম	১	০	১	০	০	১	০	১
৩১	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২০তম	২৫	১	২৪	০	০	২৪	০	২৪
মোট			৯৯০	৪৭৯	৫১৪	১৪৩	১৬৫	১৫৫	৫১	৫১৪

উৎস : পরিসংখ্যান উপশাখা, ডাইফ, ২০২১

প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, তথ্য ও পরিসংখ্যান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি APA (২০২০-২১)

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
১	পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৮০	১০০
২	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১৫০০	১৮০৯
৩	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩৩০০০	৪৭৩৬১
৪	পরিচালিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	সংখ্যা	৭৫০	৯৫৭
৫	মামলা দায়ের	সংখ্যা	১৩০০	১৪২১
৬	প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	১০০০০	১০০২৪
৭	নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	২৫০০০	৩৩৪৫২
৮	সেইফটি কমিটি গঠন	সংখ্যা	৭৫০	৯১৯
৯	শিশুকক্ষ/ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা	৪০০	৪৫০
১০	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	ঘণ্টা	৪০০	৪০০
১১	প্রশিক্ষণার্থী (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	সংখ্যা	৫০০	৯৮৮

উৎস : প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, ডাইফ, ২০২১

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বণ্টন, কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, অফিস পরিচালনা ব্যয়, ক্রয় পরিকল্পনা, অডিট ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও ক্রয় ইত্যাদি বিষয় সম্পাদন করা এ শাখার মূল কাজ। এছাড়াও অধিদপ্তরের আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজ এ উপশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরে মোট খরচ	মন্তব্য
৩১	কর্মচারীদের প্রতিদান				
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১১১৫০০	১০৭৫০০	৯৩৬১৭	
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৩৩২০০	৩৪৫০০	২৯৭৫৯	
৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন	১২০৪২৫	১১৮৩৫০	৯৬৬২৫	
উপমোট		২৬৫১২৫	২৬০৩৫০	২২০০০১	
৩২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার				
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৩৪৮৪৫৭	৩৩২৪৩২	২৭০৩১৭	
৩২৫	পণ্য ও সেবা	৭১৯৪৮	৫২৩৪৮	৪০৪৭৬	
উপমোট		৪২০৪০৫	৩৮৪৭৮০	৩১০৭৯৩	
৩৮	আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়				
৩৮২১	উপমোট	১০০০	২১৫০	১২৯৬	
৪১	অআর্থিক সম্পদ				
৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৪২৫১৩	৩২২৬৩	২৮৮৭৫	
উপমোট		৪২৫১৩	৩২২৬৩	২৮৮৭৫	
মোট		৪৬৪৯১৮	৪১৮৬৪৩	৩৪০৬৩২	বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের হার ৮২%

নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে রাজস্ব আয়

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সুস্থ পরিবেশ রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ডাইফ। ২০২০-২১ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়নসহ অন্যান্য খাত থেকে মোট ৫,৮৯,০৮,০০০/- (পাঁচ কোটি উননব্বই লক্ষ আট হাজার) টাকা আয় করেছে।

টেবিল : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	মাস	কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়
১	জুলাই, ২০২০	৯৫,২৬,০০০/-
২	আগস্ট, ২০২০	৫৪,০৮,০০০/-
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৬৫,৯৯,০০০/-
৪	অক্টোবর, ২০২০	৪৭,৯৫,০০০/-
৫	নভেম্বর, ২০২০	৪৯,২৭,০০০/-
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৩৯,৯৬,০০০/-
৭	জানুয়ারি, ২০২১	৩৮,৭৯,০০০/-
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৩৬,৩৯,০০০/-
৯	মার্চ, ২০২১	৩২,৫৪,০০০/-
১০	এপ্রিল, ২০২১	১৮,৬৬,০০০/-
১১	মে, ২০২১	২১,৭২,০০০/-
১২	জুন, ২০২১	৮৮,৪৭,০০০/-
	মোট	৫,৮৯,০৮,০০০/-

উৎস : হিসাব উপশাখা, ডাইফ, জুলাই, ২০২১

২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য				
ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	হেল্পলাইন ১৬৩৫৭ ব্যবস্থাপনার মৌলিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ	১ টি	১০ জন	
২	অফিস ব্যবস্থাপনা	১ টি	২৫ জন	
৩	সুশাসন সংক্রান্ত দিনব্যাপী	১ টি	৩২ জন	
৪	চাকরি সংক্রান্ত দিনব্যাপী	১ টি	২১ জন	
৫	করোনা (কোভিড-১৯) বিষয়ক সচেতনতা ও অফিস ব্যবস্থাপনা	১ টি	১৭ জন	
৬	সুশাসন সংক্রান্ত	১ টি	২০ জন	
৭	চাকরি সংক্রান্ত	১ টি	২০ জন	
৮	Training to Labour Inspector (SRHR)	১ টি	৩১ জন	
৯	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১-এ ১ম কোয়ার্টারের 'চাকরি সংক্রান্ত' প্রশিক্ষণ	৩ টি	৭৫ জন	
১০	Safety Expert training on Accident Prevention	১ দিন	৮ জন	
১১	Machinery Safety	১ টি	৮ জন	
১২	Construction Safety	১ টি	৮ জন	
১৩	Boiler Safety	১ টি	৮ জন	
১৪	Dialogue and activation safety comittees and activation	১ টি	৮ জন	
১৫	"করোনা (কোভিড-১৯) বিষয়ক সচেতনতা ও অফিস ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২ টি	৩৪ জন	
১৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	১ টি	৩২ জন	
১৭	পদ সৃজন, পদ সংরক্ষণ, পদনাম পরিবর্তন, স্থায়ীকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্ধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩০ জন	
১৮	আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	২৬ জন	
১৯	মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	১ টি	২০ জন	

২০	সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ টি	২৪ জন	
২১	অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩৩ জন	
২২	শ্রম আদালতে মামলা দায়ের পদ্ধতি ও ডকুমেন্টেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২ টি	৩০ জন	
২৩	উদ্ভাবনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১ টি	৩০ জন	
২৪	সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি	১ টি	৩০ জন	
২৫	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	১ টি	২৫ জন	
২৬	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ টি	২৮ জন	
২৭	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ টি	২৮ জন	
২৮	দিনব্যাপী বিষয় ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১ টি	২৬ জন	
২৯	সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ টি	২৪ জন	
৩০	সুশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩০ জন	
৩১	সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১ টি	২৪ জন	
৩২	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ৮৯ এবং ৯৪ ধারা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩০ জন	
৩৩	ডাইফ ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম	১ টি	২৭ জন	
৩৪	নথি ও রেকর্ডপত্র ব্যবস্থাপনা এবং চাকরীতে পালনীয় শিষ্টাচার	১ টি	২০ জন	
৩৫	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	১ টি	২৩ জন	
৩৬	আইএলও কনভেনশন-৮১ এবং ৮৭ এর উপর প্রশিক্ষণ	১ টি	৩২ জন	
৩৭	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১ টি	১৪ জন	
৩৮	আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও চাকরি বিধিমালা	১ টি	১৭ জন	
৩৯	আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও চাকরি বিধিমালা	১ টি	১২ জন	
৪০	রেকর্ড ও নথিপত্র ব্যবস্থাপনা	১ টি	১৩ জন	
৪১	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ও অফিস ব্যবস্থাপনা	১ টি	১১ জন	
৪২	রেকর্ড ও নথিপত্র ব্যবস্থাপনা	১ টি	১৫ জন	
৪৩	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১ টি	৯ জন	
		মোট প্রশিক্ষণ ৪৭ টি	প্রশিক্ষণার্থী ৯৮৮ জন	

উৎস : প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, ডাইফ, ২০২১

ক্রমিক	কমিটির/পদের নাম	আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সদস্য সচিব
০১	নৈতিকতা কমিটি	**আহ্বায়ক** : মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) **সদস্য সচিব** : মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা
০২	ইনোভেশন টিম	**আহ্বায়ক** : অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর **সদস্য সচিব** : সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)
০৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	**আহ্বায়ক** : মোঃ ইউসুফ আলী, উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা। **ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা** : মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা
০৪	শুদ্ধাচার কমিটি	**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা** : মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা **বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা** : অনিরুদ্ধ মহালদার, সহকারী মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
০৫	এসডিজি (SDG) কমিটি	**আহ্বায়ক** : শেখ আসাদুজ্জামান, সহকারী মহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা **সদস্য সচিব** : মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা
০৬	তথ্য অধিকার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা)	**আপিল কর্মকর্তা** : মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** : অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** : মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** : স্ব স্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৭	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা	**আপিল কর্মকর্তা** : মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **প্রধান কার্যালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা** : যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। **উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা** : স্ব স্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৮	প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণ কর্মকর্তা	অনিরুদ্ধ মহালদার, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।
০৯	নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে "Complaint Committee"	**আহ্বায়ক** : সাবিহা মুক্তা, উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়। **সদস্য সচিব** : রেজওয়ানা রিমি, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।

উৎস : প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, ডাইফ, ২০২১

শ্রম পরিদর্শন

দেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩১৯ এর ক্ষমতাবলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬৪ জেলার কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নে এ পরিদর্শন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের মূল্যবোধকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়:

শ্রম পরিদর্শনের শ্রেণিবিন্যাস

চিত্র : শ্রম পরিদর্শনের শ্রেণীবিন্যাস

শ্রম পরিদর্শনের ধাপসমূহ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর পরিদর্শনের সুনির্দিষ্ট এসওপি (SOP) অনুসরণপূর্বক পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

চিত্র : এক নজরে পরিদর্শন কার্যক্রমের ধাপসমূহ

পরিস্থিতি ও সেক্টর বিবেচনা করে নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (announced) এবং অঘোষিত (nannounced) দুইভাবেই করা হয়। নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (announced) হলে এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ আগেই ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৭,৩৬১টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

টেবিল : পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

নং	মাস	পরিদর্শন সংখ্যা
	১	২
১	জুলাই, ২০২০	২৭৪৭
২	আগস্ট, ২০২০	২৩০৬
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৩৯৯৮
৪	অক্টোবর, ২০২০	৪৩৪৬
৫	নভেম্বর, ২০২০	৪৩৯৩
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৪০৭৩
৭	জানুয়ারি, ২০২১	৪২৩৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৩৮৪১
৯	মার্চ, ২০২১	৩৯৫৪
১০	এপ্রিল, ২০২১	৩৯৯০
১১	মে, ২০২১	৫১৪২
১২	জুন, ২০২১	৪৩৩৩
	সর্বমোট	**৪৭৩৬১**

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

শ্রম অভিযোগ

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫২৩৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ১০০% অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল : শ্রম অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা		মোট অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পন্ন অভিযোগের হার
		ওয়েবসাইটের মাধ্যমে	আবেদনের মাধ্যমে			
	১	২	৩	৪	৫	৬
১	জুলাই, ২০২০	২৬৭	৪৪১	৭০৮	৬৮৩	৯৬.৪৭%
২	আগস্ট, ২০২০	১০৮	২৭৩	৩৮১	৩৯৯	৯৮.২৮%
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	১৪৭	৩১৬	৪৬৩	৪৪৫	৯৪.৬৮%
৪	অক্টোবর, ২০২০	৯৫	৩৮৬	৪৮১	৪৭৮	৯৪.৪৭%
৫	নভেম্বর, ২০২০	৮০	৩৭৮	৪৫৮	৪৭১	৯৭%
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৮৮	৩১৫	৪০৩	৩৭৮	৯০.৪৩%
৭	জানুয়ারি, ২০২১	১৬৪	৪৮৫	৬৪৯	৫৮০	৮৪.১৮%
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১২৬	২৫৬	৩৮২	৪৫০	৯১.৬৫%
৯	মার্চ, ২০২১	৭৮	৩৫০	৪২৮	৪২৬	৯৯%
১০	এপ্রিল, ২০২১	৫৬	২৪৪	৩০০	২৯৭	৮৬.৫৯%
১১	মে, ২০২১	৪৯	১৩৫	১৮৪	২১৫	৯৩.৪৮%
১২	জুন, ২০২১	৫১	৩৪৮	৩৯৯	৪১৪	১০০%
		১৩০৯	৩৯২৭	৫২৩৬	৫২৩৬	১০০%, (জুলাই ২০২০-জুন, ২০২১)

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করেন এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৪২১টি। এর মধ্য থেকে ৪৯০ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

টেবিল : মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি সংবলিত তথ্য

নং	মাস	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	শিশুশ্রমের মামলা	মোট	নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জরিমানা আদায়
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	জুলাই, ২০২০	০	০	১	০	০	১	০	০
২	আগস্ট, ২০২০	৬	০	৪	১৫	০	২৫	০	০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৩	০	৬	২	২	১৩	২৭	৫৮৫০০
৪	অক্টোবর, ২০২০	০	১৪	১	১৪	১	৩০	৫৮	৮০৪৫০০
৫	নভেম্বর, ২০২০	১১	১৮	১৭	২০	১৪	৮০	১৩৯	৯৮৪৫০০
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৪	১৬	৩০	৫০	৪	১০৪	৪৩	২৫৩০০০
৭	জানুয়ারি, ২০২১	৩	২২	২৫	৬০	১৫	১২৫	৭৪	৭৯৮১০০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১৩	২৫	৩৫	৮০	৭	১৬০	৪৫	৩৫৫৫০০
৯	মার্চ, ২০২১	৯	৪৮	২৪	৬৭	৯	১৫৭	৩৮	১২৭৫০০
১০	এপ্রিল, ২০২১	৫	১৬	১৮	৩০	২১	৯০	৩২	১৪৯০০০
১১	মে, ২০২১	১৭	৫০	৯০	২৫০	২১	৪২৮	৩২	৩৩০৫০০
১২	জুন, ২০২১	৪	৩০	৪০	১৩০	৪	২০৮	২	২০০০
মোট		৭৫	২৩৯	২৯১	৭১৮	৯৮	১৪২১	৪৯০	৩৮৬৩১০০

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০২০-২১ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ৯৯৯৯ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩৩৪০১ টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

টেবিল : লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যার তথ্য

নং	মাস	২০২০-২০২১ অর্থবছরের নতুন লাইসেন্সের সংখ্যা	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা
	১	২	৩
১	জুলাই, ২০২০	২৯০	৫৪৮২
২	আগস্ট, ২০২০	২৬৫	৩৭৯৫
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৫২১	৪৩২৮
৪	অক্টোবর, ২০২০	৬৯৩	৩১৫০
৫	নভেম্বর, ২০২০	৭৬০	৩০২৮
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	১১৪৫	২১৪০
৭	জানুয়ারি, ২০২১	১৩২৩	১৮৩২
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১৪২৪	১৬৭৪
৯	মার্চ, ২০২১	১২৩৬	১২৫১
১০	এপ্রিল, ২০২১	৭০৮	৬৯৮
১১	মে, ২০২১	৯২৫	১১২০
১২	জুন, ২০২১	৬৮৯	৪৮০৩
মোট		৯৯৯৯	৩৩৪০১

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

গণশুনানি নিষ্পত্তি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৪৪ দিন গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে ৭৯৭ জন সেবাপ্রত্যাশীর ৭৯৩টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল : গণশুনানি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

গণশুনানি			
জেলার নাম	দিনের সংখ্যা	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
	১	২	৩
জুলাই, ২০২০	৫৩	৭১	৭১
আগস্ট, ২০২০	৬০	৫১	৫০
সেপ্টেম্বর, ২০২০	৭১	৬০	৬০
অক্টোবর, ২০২০	৭৮	৭৭	৭৭
নভেম্বর, ২০২০	৭৭	৯৪	৯৩
ডিসেম্বর, ২০২০	৬৯	৭৩	৭৩
জানুয়ারি, ২০২১	৭৩	৬৪	৬৪
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৮১	৬৮	৬৮
মার্চ, ২০২১	৮০	৭৬	৭৬
এপ্রিল, ২০২১	৬৮	৪৯	৪৯
মে, ২০২১	৬৩	৩৮	৩৮
জুন, ২০২১	৭১	৭৬	৭৪
	৮৪৪	৭৯৭	৭৯৩

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭৩টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ১০৯টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

টেবিল : আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন এর সংখ্যা সংবলিত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা	নবায়নের সংখ্যা
	১	২	৩
১	জুলাই, ২০২০	১	৩
২	আগস্ট, ২০২০	০	২
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৯	৬
৪	অক্টোবর, ২০২০	১২	৪
৫	নভেম্বর, ২০২০	২	৪
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৪	৪
৭	জানুয়ারি, ২০২১	১০	১২
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৯	১৯
৯	মার্চ, ২০২১	১৩	১৭
১০	এপ্রিল, ২০২১	৩	১২
১১	মে, ২০২১	৬	৬
১২	জুন, ২০২১	৪	২০
মোট		৭৩	১০৯

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

রাজস্ব আদায়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন এবং কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৫,৮৮,৪৫,৫৫৬ টাকা।

টেবিল : রাজস্ব আদায় সংবলিত তথ্য সংবলিত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	মোট রাজস্ব আদায়
	১	২
১	জুলাই, ২০২০	৯৫২৩৫৯৯
২	আগস্ট, ২০২০	৫৬০৫৯৫৩
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৬৫৯৬৬০২
৪	অক্টোবর, ২০২০	৪৭৯২৬১৯
৫	নভেম্বর, ২০২০	৪৯২৪৬৮৮
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৩৯৯৪০৩৩
৭	জানুয়ারি, ২০২১	৩৮৭৭২৭৬
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৩৬৩৬৯০৯
৯	মার্চ, ২০২১	৩০৩২০৩৭
১০	এপ্রিল, ২০২১	১৮৬৩৫১৬
১১	মে, ২০২১	২১৬৯৮১৯
১২	জুন, ২০২১	৮৮২৮৫০৫
মোট		৫৮৮৪৫৫৫৬

উৎস : হিসাব উপশাখা, ডাইফ, ২০২১

নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সরকার ৪২টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা-১৪৯ মোতাবেক নিম্নতম মজুরি হারের কম হারে মজুরি প্রদান নিষিদ্ধ। এই ধারা বাস্তবায়নে ডাইফ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নে কোন লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ করা হয়। তারপরও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নে গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নিয়োগবিধি অনুমোদন

বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি অনুমোদন করে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৩২ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা হয়েছে।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ৯৫৭টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

টেবিল : উদ্বুদ্ধকরণ সভার তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা
	১	২
১	জুলাই, ২০২০	৪৩
২	আগস্ট, ২০২০	৫৩
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৬৮
৪	অক্টোবর, ২০২০	৮৭
৫	নভেম্বর, ২০২০	৯৭
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৯০
৭	জানুয়ারি, ২০২১	১০৬
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৯০
৯	মার্চ, ২০২১	৮৮
১০	এপ্রিল, ২০২১	৮৩
১১	মে, ২০২১	১১১
১২	জুন, ২০২১	৪১
মোট		৯৫৭

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

টোল ফ্রি হেল্প লাইন (১৬৩৫৭)

- ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে আইএলও-এর চুক্তির আওতায় একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর (০৮০০৪৪৫৫০০০) চালু করা হয়। (অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে টেলি কন্সালটেন্ট গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত)
- জানুয়ারি, ২০১৯ এ অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম অভিযোগ গ্রহণের জন্য পূর্বোক্ত নম্বরের পরিবর্তে নতুন শর্টকোড হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) চালু করা হয়। (অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে টেলি কন্সালটেন্ট গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত)
- জানুয়ারি, ২০২১ হতে হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) টি অত্র অধিদপ্তরের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।
- হেল্পলাইনের মাধ্যমে শ্রমিকগণ তাদের পাওনাদি, চাকরিচ্যুতি, ছুটি, কর্মঘন্টা, মাতৃত্বকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

পরিদর্শন সার্ভিসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ তে পরিদর্শন সার্ভিসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত আইন ও বিধির উল্লেখ রয়েছে।

১) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩১৯ মোতাবেক পরিদর্শকগণ পরিদর্শন করতে পারবেন।

২) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ২১৫, ২১৬ মোতাবেক পরিদর্শকগণ শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

৩) এছাড়াও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩ক এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি ৭,৮,৯,১০,১১,১২ অনুযায়ী ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন করা যাবে।

৪) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩২৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি ৩৫৪ মোতাবেক কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও নবায়ন প্রদান করা যাবে।

৫) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ৩,৪,৫,৬ মোতাবেক যেকোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়োগবিধির অনুমোদন দেয়া যাবে।

পরিদর্শনযোগ্য কাজের জায়গাসমূহের পরিসংখ্যান ও নিয়োজিত শ্রমিক

বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ১(৪) এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা শ্রমিকগণ বাসে সকল কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনযোগ্য কাজের জায়গা বলে বিবেচিত। ২০২০-২১ অর্থবছরে অরেজিস্ট্রিকৃত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা ৪৪০৮৩০টি এবং রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা ৮৮০২৭টি। আরএমজি সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ২৭৬৪৪০০জন এবং নন-আরএমজি সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ৩৬১২৩৫৭ জন।

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

নং	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	অরেজিস্ট্রিকৃত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান					রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান					মন্তব্য
		কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		মোট (১+২+৩+৪)	কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		মোট (৬+৭+৮+৯)	
		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান		
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ঢাকা	৬০৯	১৪৯৩	৩৪৯৮০	৩২০৫	**৪০২৮৭**	২৪৯৯	২০০৯৫	৩৭০৯	২০১৫	**২৮৩১৮**	
২	চট্টগ্রাম	৩৪৩	৪২০০	৭২০০০	৫৫৬০	**৮২১০৩**	১১৬৭	৩৬২৩	২৬৬২	২১১৩	**৯৫৬৫**	
৩	গাজীপুর	০	১৫০০	৬৫০০	৫০০	**৮৫০০**	২২৫৬	২৪০৯	৩৫৪	১২৬	**৫১৪৫**	
৪	নারায়ণগঞ্জ	৫	১৮১০	৭৪১৭	৪৭৯	**৯৭১১**	৬৮২	২৬৭৫	৫০৭	১৯৯	**৪০৫৭**	
৫	মুন্সিগঞ্জ	০	৭০০	৬০০০	৩০০	**৭০০০**	০	৫২২	১৯৫	৮৮	**৮১১**	
৬	নরসিংদী	০	২৯১৫	৩১৭২	২৮২	**৬৩৬৯**	১৪	২৩৪৬	৪৩৬	৮১	**২৮৭৭**	
৭	ফরিদপুর	০	৭৮০	১৪৮০০	৬০০	**২৬১৮০**	২	৫২১	২০৬	২৮০	**১০০৯**	
৮	টাঙ্গাইল	০	১৮২২	২১২৪	৪৮৮	**৪৪৩৪**	৩৬	১৭৬৬	৩৯৮	৩০৮	**২৫০৮**	

৯	ময়মনসিংহ	০	৫০০০	৩৮০০০	৩৫০০	৪৬৫০০	৭৪	২৭০৩	১২১৯	১১৮৬	৫১৮২	
১০	কিশোরগঞ্জ	০	১৩২	৩৯৮	১৬	৫৪৬	২	১৩২৩	২৪৯	৭৬০	২৩৩৪	
১১	কুমিল্লা	০	৩০০০	৩০০০০	৬০০০	৩৯০০০	১৪	১৩৩০	৫৯১	৬৬০	২৫১৫	
১২	রাজশাহী	০	১৯২	৪৭৬৯	৩৯২	৫৩৫৩	১	১৩৬৫	৫১০	১৭৯	২০৫৫	
১৩	পাবনা	০	৩৪৫	২৮২০	৪৪৮	৩৬১৩	-	১৯৮১	৬১৫	১৩১	২৭২৭	
১৪	বগুড়া	০	১৪৮৭	৯৯৫০	৭৪০	১২১৭৭	-	১৪৪৫	৩৩২	৫৯৬	২৩৭০	
১৫	সিরাজগঞ্জ	০	১২০৭	৪৭৫	১৯২	১৮৭৪	৪	১২১৯	২৯৯	১৭৯	১৭০১	
১৬	রংপুর	০	১৩৫৬	৮০০০০	৬৫৫	৮২০১১	২	১৪১৬	৭৩১	৫৩০	২৬৭৯	
১৭	দিনাজপুর	০	১৬৯৯	৫৬৫০	১১১০	৮৪৫৯	-	১০১৯	৯৮২	৭২২	২৭২৩	
১৮	খুলনা	০	৬৫০	১২,৮০০	৩,১৫০	১৬৬০০	-	১১৯২	৩৫৫	৫৫১	২০৯৮	
১৯	যশোর	০	১২৭২	১১০৫০	৯১৬	১৩১৪৮	৯	১০৪০	১৩৬	৫৯৯	১৭৮৩	
২০	কুষ্টিয়া	০	৫০	২০০০	১০০	২১৫০	-	৭৯৩	১৭০	১৪৩	১২০৬	
২১	সিলেট	০	৭৩২	১০২৩০	১৬৪৯	১২৬১১	-	৬৪৭	২৬৭	২৭০	১১৮৫	
২২	মৌলভীবাজার	০	৭৮৮	৩৯৩	৩১৩	১৪৯৪	১২	৭৫০	২৮৬	২৮৭	১৩৩৫	
২৩	বরিশাল	০	৭২২	৮৮৯৫	৯৯৩	১০৬১০	-	৮০৮	২৯০	৬৬৩	১৭৬১	
মোট		৯৫৭	৩৩৮৫২	৩৭৪৪২৩	৩১৫৯৮	৪৪০৮৩০	৬৭৭৪	৫২৯৮৮	১৫৪৯৯	১২৭৬৬	৮৮০২৭	

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

কারখানায় কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা

	কার্যালয়ের নাম	সর্বমোট কারখানার সংখ্যা		শ্রমিক সংখ্যা	
		আরএমজি	নন-আরএমজি	আরএমজি	নন-আরএমজি
		১	২	৩	৪
১	ঢাকা	২৪৯৯	২০০৯৫	১৭৫৬০৭	৩৬০২৩৯
২	গাজীপুর	১১৬৭	৩৬২৩	১৯৭১৪০৭	১১৫৪৪৭৫
৩	নারায়ণগঞ্জ	২২৫৬	২৪০৯	২৬৫৭৩০	৪৭০৪৮২
৪	চট্টগ্রাম	৬৮২	২৬৭৫	১৭৬৩১১	৩৪০৩৪৯
৫	ময়মনসিংহ	০	৫২২	১১২৩৮৮	১৭৪১৫৬
৬	টাঙ্গাইল	১৪	২৩৪৬	৩৬৬৫৭	১২১২৩৩
৭	কিশোরগঞ্জ	২	৫২১	০	৪০৬৫৬
৮	সিলেট	৩৬	১৭৬৬	০	৩১৩৬০
৯	মৌলভীবাজার	৭৪	২৭০৩	৪২০০	১৩৪৮৬২
১০	কুমিল্লা	২	১৩২৩	৪০০০	৬৩৩৫০
১১	নরসিংদী	১৪	১৩৩০	১১৬৬১	১১৩৫১০
১২	মুন্সীগঞ্জ	১	১৩৬৫	০	২৭৮০৭
১৩	ফরিদপুর	-	১৯৮১	৪৪৬	৪৫৮১৫
১৪	খুলনা	-	১৪৪৫	০	১০৪৩৭৬
১৫	যশোর	৪	১২১৯	৩৯৩০	৮৩৫০৮
১৬	কুষ্টিয়া	২	১৪১৬	০	৩২৬১৩
১৭	দিনাজপুর	-	১০১৯	০	৩০৫০৮
১৮	রাজশাহী	-	১১৯২	৬৯৩	৩৮০০৯
১৯	রংপুর	৯	১০৪০	৩৫০	৭৭০৩৯
২০	বগুড়া	-	৭৯৩	০	৪৬৩১৭
২১	সিরাজগঞ্জ	-	৬৪৭	১০২০	৩১৯৬১
২২	পাবনা	১২	৭৫০	০	৪০,৩৫১
২৩	বরিশাল	-	৮০৮	০	৪৯৩৮১
সর্বমোট		**৬৭৭৪**	**৫২৯৮৮**	**২৭৬৪৪০০**	**৩৬১২৩৫৭**

উৎস : সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২১

সেইফটি শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, তথ্য ও পরিসংখ্যান

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৩৩ জন শ্রমিক এবং নিহত ৫৪ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩৩,৬০,০০০ (তেত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেবিল : দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য

মাস	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, টাকা
১	২	৩	৪	৫
জুলাই, ২০২০	২	০	৩	০
আগস্ট, ২০২০	৬	৪	২	০
সেপ্টেম্বর, ২০২০	৬	৭	৭	০
অক্টোবর, ২০২০	৬	২	৬	৮০০,০০০
নভেম্বর, ২০২০	৬	১	৪	২০০,০০০
ডিসেম্বর, ২০২০	৪	১	৪	০
জানুয়ারি, ২০২১	২	০	২	৪০০,০০০
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৫	০	৭	০
মার্চ, ২০২১	৫	০	৫	২০০,০০০
এপ্রিল, ২০২১	৬	৯	৮	১২,০০,০০০
মে, ২০২১	২	৭	১	০
জুন, ২০২১	৪	২	৫	৫৬০,০০০
মোট	৫৪	৩৩	৫৪	৩৩,৬০,০০০

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০২১

সেইফটি কমিটি

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ৯১৯টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ২৬৭২ টি এবং নন-আরএমজি কারখানাগুলোতে ২১৮০টি, মোট ৪৮৫২টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেবিল : কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	সেইফটি কমিটির সংখ্যা
১	২	৩
১	জুলাই, ২০২০	২১
২	আগস্ট, ২০২০	৩৬
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৩৫
৪	অক্টোবর, ২০২০	৬০
৫	নভেম্বর, ২০২০	৫২
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	১৪৭
৭	জানুয়ারি, ২০২১	৯১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৯১
৯	মার্চ, ২০২১	৭৯
১০	এপ্রিল, ২০২১	৭৩
১১	মে, ২০২১	১৫২
১২	জুন, ২০২১	৮২
সর্বমোট		**৯১৯**

উৎস : সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০২১

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সঙ্গে কার্যক্রম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক সম্পাদিত কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) কপি মুদ্রণ এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি এর কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর কার্যালয়, সকল মন্ত্রণালয়, সকল সচিব মহোদয়, সকল অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, উপজেলা অফিস, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, রাজনৈতিক অফিস সমূহে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের এবং শ্রম অধিদপ্তরের সকল অফিস, দূতাবাস ইত্যাদিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিসে বিতরণ।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রোডম্যাপ রিভিউ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং রোডম্যাপ রিভিউ।
- NPA OSH রিভিউ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং NPA OSH রিভিউ।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিযুক্ত ৩০ জন কর্মকর্তার ৬০ দিনের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- OSH policy রিভিউ বিষয়ক সভা আয়োজন।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ডাইফ এবং আরসিসি'র প্রকৌশলীগণকে Industrial Safety Regulation বিষয়ক বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- RCC Operations বিষয়ক সভা, কর্মশালা আয়োজন (RTM, Donors meeting and stakeholders meeting, Interdepartmental & RCC coordination meeting with representative of ILO, RCC-CAP, BV, DIFE etc)
- আরসিসি'র কাজ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মালিক প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে নিয়মিত সভা আয়োজন।
- আরসিসি প্রকল্পে সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য সহযোগিতা প্রদান।
- স্ট্র্যাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যাল টাস্কফোর্সকে লজিস্টিকস এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান।

- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১ উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- Labour Inspection Report-এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন।
- ১১টি ব্যাচে ডাইফ-এর বিভিন্ন স্তরের মোট ২৮০ জন পরিদর্শককে লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দুইটি ব্যাচে লিমা রিভিউ ওয়ার্কশপ আয়োজন ।
- জেন্ডার রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সভা আয়োজন, জেন্ডার রোডম্যাপ প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন ও প্রিন্টিং।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উৎযাপন উপলক্ষ্যে টিভি চ্যানেলে নারীর ক্ষমতায়ন এবং বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক "টক শো" আয়োজন।
- OSH Profile-এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি বিষয়ক পরিদর্শন চেকলিস্ট-এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন।
- শ্রম পরিদর্শন, কারখানার লেআউট প্ল্যান অনুমোদন, প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া, শ্রম অভিযোগ ও তদন্ত এবং পেশাগত দুর্ঘটনা তদন্ত বিষয়ক এসওপি (SoP)-এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন এবং ওয়েবসাইটে আপলোড।
- আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২১ উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

Strategic Sector Co-operation (SSC) Project

ডেনমার্ক সরকারের "Strategic Sector Co-operation (SSC) Project, Phase-2" এর আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে :

- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ২৩ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে পিপিই প্রদান।
- কেমিক্যাল সেইফটি, মেশিনারি সেইফটি ও আর্গোনোমিক্স বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার্স টিমকে অধিকতর দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- University of Southern Denmark এর আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য ভার্চুয়াল কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।
- নতুন করে ৫ জন কর্মকর্তাকে দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার জন্য ডেনমার্ক সরকারের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, তথ্য ও পরিসংখ্যান

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১ উদযাপন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছরের ন্যায় ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো-

- OSH Day উপলক্ষ্যে ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনলাইনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, বিজিএমইএ প্রতিনিধি, বিকেএমইএ প্রতিনিধি, জাতীয় শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি, আইএলও-এর প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর সভাপতি, FBCCI এর সভাপতি, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সকল)-এর সভাপতিসহ প্রায় ১০০ জন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- OSH Day উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে বহুল প্রচারিত ৪টি বাংলা এবং ২টি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাগুলো হলো- দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, Bangladesh Today, The Financial Express।
- বিটিভিসহ ০৩টি টিভি চ্যানেলে OSH Day -2021 উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ২৫০০০ লিফলেট তৈরি করে শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপনের জন্য ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, চত্বর সজ্জিত করা হয় এবং দিবসটি উদযাপনের স্থিরচিত্র ও ভিডিও ধারণ করা হয়।
- বিটিআরসি'র সহায়তায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১ এর প্রতিপাদ্য

  "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,

  নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার"

  মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।
- সচেতনতামূলক ভিডিও প্রস্তুত এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।
- "২৮ এপ্রিল ২০২১ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার'। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।"- সংবলিত বার্তাটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি ও বিটিভি এর স্ক্রলে প্রদর্শন করা হয়।
- গাজীপুর শিল্পঘন অঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
- জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে অনলাইনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১ উদযাপন

সকলের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে ব্যাপক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ১২ জুন "বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১" উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলোঃ-

- 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১' উদযাপন উপলক্ষ্যে পোস্টার ছাপিয়ে প্রচারের জন্য তা DIFE-এর ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়।

- ‘দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে ১১টি দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র (দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, যায় যায় দিন, দৈনিক আজাদী, Bangladesh Today, The Financial Express, Dhaka Tribune) প্রকাশ করা হয়।
- “বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১” উদযাপন উপলক্ষ্যে বিটিভিসহ অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে টিভিসি প্রচার করা হয়। টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো আয়োজন করা হয়।
- সচিবালয়ের ভবন, শ্রম ভবন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর ২৩ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে ড্রপ ডাউন ব্যানার সহ অন্যান্য ব্যানার দ্বারা সজ্জিতকরণ করা হয়।
- ইউনিসেফ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে অনলাইনে আলোচনা সভার আয়োজন করে যেখানে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে।
- বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১ এর প্রতিপাদ্য “মুজিববর্ষের আহবান, শিশুশ্রমের হোক অবসান” মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

শ্রম পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ১৪,৯৫৯ জন এবং বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৫৯,১৬,৭৪,৭৪৩ (ঊনষাট কোটি ষোল লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) টাকা।

টেবিল : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	মাস	শ্রমিকের সংখ্যা	আর্থিক সুবিধার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১	জুলাই, ২০২০	৮৯৮	২,৮০,৭৭,৯১১
২	আগস্ট, ২০২০	৯৫০	২,৭৩,১৭,৮৫০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৬৮১	২,৫৩,৪৪,২৫৬
৪	অক্টোবর, ২০২০	১,৭৮৬	৭,৩৭,৮৮,৫২৯
৫	নভেম্বর, ২০২০	১,৫১৫	৪,১৬,১২,৫৩২
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৬১৮	১,৯৩,০৬,০৫২
৭	জানুয়ারি, ২০২১	২,১৩৬	৭,৬৯,৪০,৯৬০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১,৩১৬	৫,৭০,৯৭,২২১
৯	মার্চ, ২০২১	২,৩১১	১০,৭৫,০৪,৫৬৬
১০	এপ্রিল, ২০২১	৫৩২	১,৬০,১৩,১৯২
১১	মে, ২০২১	১,০৫১	৪,৫৮,৪৩,০৩১
১২	জুন, ২০২১	১,১৬৫	৭,২৮,২৮,৬৪৩
মোট =		**১৪,৯৫৯**	**৫৯,১৬,৭৪,৭৪৩**

উৎস : স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২১

শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম

ফেব্রুয়ারি ০৪, ২০২১ তারিখে শ্রম ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ ছয় (০৬) টি সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়।

সেক্টর ৬টি হল :

১। ট্যানারি

২। কাঁচ

৩। সিরামিক

৪। জাহাজ রিসাইক্লিং

৫। রপ্তানিমুখী চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা

৬। রেশম

এর পূর্বে চিংড়ি এবং পোশাক শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও ক) ফার্মাসিউটিক্যালস, খ) হিমাগার, গ) পাওয়ার স্টেশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন), ঘ) সিমেন্ট এবং ঙ) মৎস্য হ্যাচারি/পোল্ট্রি হ্যাচারি সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

- শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি কাজের তালিকা হালনাগাদকরণের জন্য নিম্নোক্ত নতুন ০৬টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে:
  - Child Labour in dry-fish sector
  - Street based Work of children
  - Stone Collection, carrying and crushing
  - Child Labour in Informal/Local Tailoring and Clothing sectors
  - Children working in garbage picking and waste disposal
  - Child Domestic Worker
- সমগ্র দেশের ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসনকল্পে ১ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য ১ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ৫০৮৮ জন শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

শিশুকক্ষ স্থাপন এবং শিশুকক্ষ স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। কর্মরত নারীর সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪৫০টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪১০টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে।

টেবিল: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিশুকক্ষ স্থাপন ও শিশুকক্ষ স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা

ক্রমিক	মাস	স্থাপিত ডে-কেয়ারের সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
	১	২	৩
১	জুলাই, ২০২০	১৩	১১
২	আগস্ট, ২০২০	১৬	১৯
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	২৪	২০
৪	অক্টোবর, ২০২০	২৬	২৮
৫	নভেম্বর, ২০২০	৬০	৩৫
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৪৬	৫১
৭	জানুয়ারি, ২০২১	৫৮	৩৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৫২	৫৪
৯	মার্চ, ২০২১	৪৬	৩৬
১০	এপ্রিল, ২০২১	২২	৩৬
১১	মে, ২০২১	৮২	৭০
১২	জুন, ২০২১	৫	১২
	মোট =	**৪৫০**	**৪১০**

উৎস : স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২১

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম

- আইএলও এর সহযোগিতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত "কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য পঁচিশ হাজার কপি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, এবং স্টোকহোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূহে ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) পোস্টার কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের ফটক, দর্শনীয় স্থান ও জনসমাগমস্থলে টানানো হয়েছে। অধিকন্তু নতুন করে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) লিফলেট এবং ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) পোস্টার ৪টি শ্রমঘন জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রিভেন্টিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে গঠিত ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।
- করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে শ্রম পরিস্থিতিতে গঠিত ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কর্মকান্ড ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিল্প কারখানায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপী বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমেও শিল্প কারখানায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিতকরণে বিশেষ গুরত্বারোপ করা হয়েছে।
- ২৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে সচেতনতামূলক ৬০,০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- শ্রমঘন এলাকা গাজীপুরে ২৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে এবং ঢাকার তেজগাঁও এলাকার ২৯ জুন, ২০২১ তারিখে শ্রমিকগণের জন্য ফ্রি-মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।
- শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকগণের সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় নিশ্চিত করার জন্য TCB -এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অত্র অধিদপ্তরে কমরত সহকারি মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) কর্তৃক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধের জন্য টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২০২১

দপ্তর/সংস্থার নাম : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়। ৪র্থ কোয়ার্টার অগ্রগতি এবং স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....৮													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪	
						অর্জন	১	১	১	১			
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৪	
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন.....১০													
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল	২	লক্ষ্যমাত্রা		১	১		২	২	

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা				পয়েন্ট কর্মকর্তা		অর্জন		১	১				
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সকল) / উপমহাপরিদর্শক (সকল)	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা		৮০%	৮০%		১০০%	২	
						অর্জন		১০০%	১০০%				
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা / যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	২০	২০	২০	৮০	৩	
						অর্জন	২০	২১	৩৯				
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা / যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	২০	২০	২০	৮০	৩	
						অর্জন	২০	৩২	২৮				

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
লক্ষ্যে সদর দপ্তরে স্টেশনারী বিতরণ ব্যবস্থার ডিজিটাল ডেটাবেইজ/ ইনভেন্টরী চালু করা ও পরিবীক্ষণ করা	পরিবীক্ষিত		তারিখ	(সেইফটি) আইসিটি সেল		অর্জন			৩০/০৩/২১				২.১৬.১৪১ নং পত্র মোতাবেক ০৪/০১/২১ তারিখে অত্র দপ্তরে অনুষ্ঠিত নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভার অনুমতিক্রমে লক্ষ্যমাত্রা ২য় কোয়ার্টারের পরিবর্তে ৩য় কোয়ার্টারে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নকারী হিসাবে সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) আইসিটি সেল নির্ধারণ করা হয়েছে।
১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান.....৩													
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা / আইটি সেল	৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২১	পুরস্কার প্রদান ও তালিকা ওয়েবসাইট প্রকাশ, ২২/০৬/২১ ২৪/০৬/২১	৩	
						অর্জন				২২/০৬/২১ ২৪/০৬/২১			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১১. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন.....২													
১১.১ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ / টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ / পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) / উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) / প্রশাসনিক কর্মকর্তা	(০২) ৩০/০৮/২০ ৩০/১০/২০ ৩০/০১/২১ ৩০/০৪/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৮/২০	৩০/১০/২০	৩০/০১/২১	৩০/০৪/২১	২টি ৩০/০৮/২০ ৩০/১০/২০ ৩০/০১/২১ ৩০/০৪/২১	২	স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি নির্বাচন
						অর্জন	৩০/০৮/২০	৩০/১০/২০	২৮/০১/২১	২৮/০৪/২১			
১২. অর্থ বরাদ্দ ৩													
১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	৩.৪৬	২.৫৯	শুদ্ধাচার বাজেটে প্রথমে বরাদ্দ ছিল ২.৫ লক্ষ টাকা পরবর্তীতে ১.৫ লক্ষ টাকা উপযোজন করা হয়। বরাদ্দকৃত মোট ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩.৪৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।
						অর্জন	.৮৭	১.৪০	.২৩	.৯৬			
১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৮													
১৩.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত	প্রণীত কর্ম-	২	তারিখ	শুদ্ধাচার কোকাল	১০/০৮/২০		১০/০৮/২০					২	

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	পরিকল্পনা আপলোড কৃত			পয়েন্ট কর্মকর্তা/আই টি সেল		অর্জন	০৬/০৮/২০				১টি ০৬/০৮/২০		একটা লক্ষ্যমাত্রা ছিল যা নির্ধারিত সময়ে অর্জিত হয়েছে।
১৩.১ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোড কৃত	২	সংখ্যা	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/আই টি সেল	২০/০৮/২০ ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১	লক্ষ্যমাত্রা	২০/০৮/২০	১৫/১০/২০	১৫/০১/২১	১৫/০৪/২১	৪টি ২০/০৮/২০ ১৫/১০/২০ ১৪/০১/২১ ১১/০৪/২১	২	
						অর্জন	২০/০৮/২০	১৩/১০/২০	১৪/০১/২১	১১/০৪/২১			
১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার	ফিডব্যাক সভা/কর্ম শালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	০৬/০৮/২০	লক্ষ্যমাত্রা	০৬/০৮/২০				৩টি	৪	একটা লক্ষ্যমাত্রা ছিল যা নির্ধারিত সময়ে অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও ৩১/০১/২১ ও ২৯/০৪/২১ তারিখে আরও ২টি ফিডব্যাক সভার আয়োজন করা হয়।
						অর্জন	০৬/০৮/২০		৩১/০১/২১	২৯/০৪/২১	০৬/০৮/২০ ৩১/০১/২১ ২৯/০৪/২১		
কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান													
													মোট = ৯৯.৫৯

প্রকল্প বিষয়ক তথ্য

১. "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন" প্রকল্প

১	প্রকল্পের নাম	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন
২	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ, যুগ্মসচিব, ফোন: ০১৭১ ৪১৩ ৩৪০৩ ই-মেইল: pd.imtiaz.mahmud@gmail.com
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৪	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২৯৪৩.৮৫ লক্ষ টাকা
৫	প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১ জুলাই ২০১৯ খ্রি: থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি:
৬	প্রকল্পের জনবল	:	প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে, সহকারী প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য পদে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ
৭	প্রৌত কাজ বাস্তবায়নাকারি	:	পণপূর্ত অধিদপ্তর, পেকু সার্কেল
৮	অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ জিওবি
৯	প্রকল্পের স্থান	:	চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও ময়মনসিংহ (মোট ১৯ টি জেলা)
১০	চলতি বছরে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত তথ্য	:	২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট সংশোধিত বরাদ্দঃ ৭৮৬.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ৬১.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা) প্রকৃত অর্থছাড়ঃ ৫৯০.০০ লক্ষ টাকা
১১	বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রগতি	:	৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ছাড়: ৫৯০.০০ লক্ষ টাকা ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়: ৫৭৫.০৯৩ লক্ষ টাকা ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি: ৯৭.৫%
১২	প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য প্রধান কার্যাবলী	:	• ১৩ টি জেলায় অফিস ভবন নির্মাণ ও ৬ টি জেলায় বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ; • ৭ টি জেলায় জমি অধিগ্রহণ; • জেলা কার্যালয় সমূহের জন্য আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন (মোটরসাইকেল ক্রয়); • শ্রম আইন সম্পর্কিত ১৬০ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন;

			• ৪ টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ২ টি শিক্ষা সফরের আয়োজন;
১৩	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	• ২টি জেলায় (বরিশাল ও ময়মনসিংহ) ১ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান • ৩টি জেলায় (রংপুর, ফরিদপুর ও মৌলভীবাজার) ৪ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান • ১টি জেলায় (কুষ্টিয়া) দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • ৭ টি জেলা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। • শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিসমূহে ভবন নির্মাণ করার সুবিধার্থে স্থান নির্বাচনের জন্য কার্যক্রম চলমান আছে।

২. "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" প্রকল্প

(ক) সাধারণঃ

১। প্রকল্পের নাম : 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন'

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারি সংস্থা : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। আরডিপিপি প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

৫। প্রকল্প মেয়াদ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি. হতে জুন, ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত। আরডিপিপি প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন

৬। প্রকল্পের অবস্থান : তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

৭। প্রকল্প পরিচালক : মোঃ মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সচিব, ডাইফ অফিস, ঢাকা ।

ফোন : ০১৭৯৩৫৯৯৬৫৬, মেইল : nolistri@gmail.com

৮। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান : সেনা কল্যাণ সংস্থা, এসকেএস টাওয়ার, ৭, জিআইপি রোড, মহাখালি, ঢাকা-১২০৬। পিএবিক্স-৮৮-০২-৯৮৯০৮১৯, ইমেইলঃ info@senakalyan.com । এস কে এস-এর পক্ষে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাঃ কর্নেল মোঃ আরেফিন তালুকদার, প্রকল্প পরিচালক,আর এন্ড আইসিটি, ডিপিএম সেল, মহাখালি, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭৬৯০৫৬৩৮০ মেইল : dgrict@senakalyan.com

৯। জমি অধিগ্রহণ : নাই ।

১০। প্রকল্পের যানবাহন : প্রকল্পে ১৩টি গাড়ীর ক্রয়ের সংস্থান রাখা আছে।

১১। প্রকল্পের জনবল : প্রেষণে / অতিরিক্ত দায়িত্বে ডাইফ থেকে ৬জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদায়নের সুযোগ আছে কিন্তু মাত্র ২জন কাজ করছেন।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। এ ছাড়া পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহনে শ্রমিকদের সচেতন করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মালিক শ্রমিক সকলকে পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

১৩। ভবন নির্মাণ বিষয়ক :

"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার সহিত ডিপিএম পদ্ধতিতে ভবনের পূর্ত কাজ, স্যানিটারি, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি কাজের চুক্তি হয়। গত ০৬/২/২০১৯ তারিখে সেনা কল্যাণ সংস্থা রাজশাহীর তেরখাদিয়াতে নির্মাণ কাজ শুরু করে। একাডেমিক ভবন বাদে প্রকল্পে মহিলা হোস্টেল, পুরুষ হোস্টেল, টিচার্স কোয়ার্টার, ফ্যাকাল্টি

কোয়ার্টার, ব্যাচলর কোয়ার্টার, ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কোয়ার্টার, ডাইরেক্টর বাংলো, প্রিন্সিপাল বাংলো ইত্যাদি ভবন সমূহের ভবনের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর' ২০২০ মাসের মধ্যে শেষ হয়েছে। কেবল ফিনিশিং কাজ বাকি আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রিক ওয়ার্ক, প্লাস্টারিং, গ্রিল লাগানো এবং কাঠের ফ্রেম লাগানোর কাজ একই সাথে করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ বাকি আছে। পানির সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং টেলিফোন সংযোগ কাজ অবশিষ্ট আছে।

১৪। প্রকল্প সংশোধনঃ (আরডিপিপি প্রণয়ন) :

৪টি ভবনে নতুনভাবে ৪টি লিফট সুবিধা সংযোজন, সবগুলি ভবনে কারার সেইফটি নিশ্চিতকরণ, এসটিপি নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন রুম, জেনারেটর রুম ও পাম্প হাউজ রুম এবং প্রিন্সিপাল বাংলো নির্মাণ ইত্যাদি কাজে প্রকল্প কাজের পরিধি বাড়ে এবং বাড়তি ব্যয় আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প সংশোধন প্রস্তাব (আরডিপিপি) করা প্রয়োজন হয়। আরডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। শীঘ্রই তা অনুমোদনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

খ) আর্থিক বিষয়ক:

১৫। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ২৯২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে অর্থবছরের শুরুতে ২৫% বরাদ্দ কার্টেল করে ২১৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অতঃপর প্রকল্প কাজের বার্ষিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বশেষ ১৫০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ১৪০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব খাতে ১৪৮ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১২৬০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের ৯৩% ব্যয় হয়।

টেবিল-১ : বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতির হার
২০২০-২১	২১৯৬	১৫০১	১৪০৮	৯৩%
২০১৯-২০	২৫০০	২৫০০	২২০৬	৮৮%
২০১৮-১৯	২৫০০	২৫০০	২১৬৯	৮৬%

৩. নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প

নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ০৪টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৪৭টি কেমিক্যাল, ২৯৮টি প্লাস্টিক এবং ৬৫৬টি আরএমজিসহ মোট ১১০১টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হবে। উক্ত অ্যাসেসমেন্ট বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রের বিধি অনুসারে বিশদ চেকলিস্ট এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৪৭টি কেমিক্যাল, ২০৪ টি প্লাস্টিক এবং ৭০ টি আরএমজিসহ মোট ৪২১টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩৮.২%।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ১৩ কোটি টাকা এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে ১২.৬৯৮ কোটি টাকা যার মধ্যে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২.৬৬৮ কোটি টাকা। এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭% এবং ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৮৯%।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ৩০০ এর বেশি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কম বেশি প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৬৫% ও ভৌত অগ্রগতি ৭২% অর্জিত হবে। প্রকল্পটি শেষে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অ্যাসেসমেন্ট পরবর্তী মালিক কর্তৃক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী কারখানার সংস্কারকাজ করা এবং অত্র দপ্তরের উপমহাপরিদর্শক এর কার্যালয় কর্তৃক নিয়মিত সংস্কারকাজের তদারকি করা এবং টেকসই ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে কারখানা মালিক/শ্রমিকদের অগ্নি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৪. রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম

পটভূমি

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেইফটি ইন বাংলাদেশ (ACCORD) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটি (ALLIANCE) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠান বা দেশগুলোতে পোশাক সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে মূল্যায়ন করে। অবশিষ্ট কারখানগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক সমর্থিত জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ)-এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সরকার।

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের সমাপ্তি ঘটে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে। উক্ত সময়ে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগ ৩৭৮০টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এর মধ্যে অ্যাকর্ড ১৫০৫টি, অ্যালায়েন্স ৮৯০টি (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স যৌথভাবে ১৬৪টি) এবং জাতীয় উদ্যোগ ১৫৪৯টি কারখানা প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে।

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক মূল্যায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের উপর বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বারোপ করে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানার মালিকদের সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করা হয়।

রূপকল্প

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এর অধীনে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে বিকশিত হওয়া।

লক্ষ্য

টেকসই সংস্কারকাজের মাধ্যমে তৈরি পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য

- জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ
- অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্স-এর হস্তান্তরিত কারখানাসমূহের সংস্কার তদারকি করা
- নতুন কারখানাসমূহের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও আস্থা নিশ্চিত করা

আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানা

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানার সংখ্যা ১৫৪৯টি এবং কারখানাসমূহের জেলা পর্যায়ের বিভাজন নিম্নরূপ: ঢাকা জেলাতে ৬৪৮টি, নারায়ণগঞ্জ জেলাতে ২৯৯টি, গাজীপুর ৩৭২টি, চট্টগ্রাম ১৯৩টি এবং অন্যান্য জেলাতে ৩৭টি কারখানা অবস্থিত।

জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯টি কারখানার বর্তমান অবস্থা নিম্নের ছকে প্রদর্শন করা হলো।

টেবিল-১ : জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯ টি কারখানার বর্তমান তথ্য

জেলা	মোট কারখানা	বন্ধ	অন্যত্র স্থানান্তর	ইপিজেডের অন্তর্ভুক্ত	অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্সে অন্তর্ভুক্ত	সংস্কার কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে
ঢাকা	৬৪৮	৩০৯	৪০	০	১	২৯৮
নারায়ণগঞ্জ	২৯৯	১২৫	৩২	২	১	১৩৯
গাজীপুর	৩৭২	১০৪	২২	০	৫	২৪১
চট্টগ্রাম	১৯৪	৭৯	৬	৯	০	১০০
নরসিংদী	১১	৩	১	০	১	৬
টাঙ্গাইল	৭	২	০	০	১	৪
কুমিল্লা	৬	০	০	১	৪	১
ময়মনসিংহ	৫	২	০	০	০	৩
পাবনা	৩	৩	০	০	০	০
যশোর	২	০	০	০	০	২
রাজশাহী	১	১	০	০	০	০
রংপুর	১	১	০	০	০	০
মোট	১৫৪৯	৬২৯	১০১	১২	১৩	৭৯৪

এছাড়া, অ্যাকর্ড থেকে আরসিসিতে হস্তান্তরিত কারখানা ১০০টি, অ্যাকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ১২৩টি, অ্যালায়েন্স থেকে স্থগিত করা ১৮০টি, অ্যালায়েন্সের সংস্কার সম্পন্ন কারখানা ৪৬৩টি এবং অ্যালায়েন্সের অবশিষ্ট কারখানা ২৪৭টি। মোট ১১১৩টি অতিরিক্ত কারখানা আরসিসির আওতায় এসেছে। বর্তমানে অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের কারখানাসহ সর্বমোট ২৬৬২টি কারখানা আরসিসিতে ন্যস্ত আছে।

সংস্কার প্রক্রিয়া

আরসিসির আওতাধীন কারখানাসমূহকে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ

আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তাজনিত ক্যাপ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সংস্কারকাজ সম্পন্নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং পর্যালোচনার জন্য জমালালে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন

অধিকাংশ কারখানার সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রইং/ডিজাইন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়। বিশেষত ভবনের কাঠামোগত, নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন (DEA) সুপারিশ করা হয়। প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে পর্যালোচনার জন্য টাস্কফোর্সে উত্থাপন করা হয়। অতঃপর, টাস্কফোর্সের সুপারিশকৃত ডিজাইন/ড্রইং যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সংস্কারকাজ ত্বরান্বিতকরণ

যদি কোন কারখানা বা ভবনে সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি পরিলক্ষিত না হয়, তখন সেই কারখানাসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য Escalation Protocol অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আরসিসি'র রিসোর্স:

জনবল

সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন, নিয়মিত তদারকির জন্য সর্বমোট ২০৯ জনবল আরসিসিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে, যার মধ্যে ১০৫ জন প্রকৌশলী। আইএলও আরএমজি প্রকল্প হতে ১৩ জন (৩ জন প্রকৌশলী, ৩ জন কর্মকতা এবং ৭ জন সাপোর্টিং স্টাফ), সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৩ জন (৪৮ জন প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে কর্মরত, ১২জন প্রকৌশলী ডিজাইন টিম এবং রিপোর্ট রিভিউ টিমে কর্মরত), আইএলও'র সহায়তায় ব্যুরো ভেরিটাস হতে রয়েছে ৩৭ জন (যার মধ্যে ৩১জন প্রকৌশলী এবং ৬ জন কর্মকর্তা) এবং ডাইফ হতে ৯৬ জন (একজন ILO ফোকাল পারসন, ৪ জন জেলা পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শক, ১১ জন প্রকৌশলী ও ৮০ জন কেস হ্যান্ডলার)। এছাড়াও সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আরসিসির সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

প্রশিক্ষণ

আরসিসি প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ডাইফ, বুয়েট, আইএলও, অ্যাকর্ড, ব্যুরো ভেরিটাস বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে আসছে।

রিভিউ প্যানেল

ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি পর্যালোচনা পরিষদ বা রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। পর্যালোচনা পরিষদে রয়েছে বুয়েটের দুইজন অধ্যাপক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং উক্ত কমিটিতে সভাপতিত্ব করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক।

টাস্কফোর্স

ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স মূলত ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তাজনিত ড্রইং/ডিজাইন বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য সুপারিশ করে থাকে। টাস্কফোর্সে রয়েছে ডাইফ, বুয়েট, রাজউক/সিডিএ, সিইআই, ফায়ার সার্ভিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

আরসিসি'র অগ্রগতি

কারখানা পরিদর্শন

২০১৫ সালের প্রাথমিক মূল্যায়নের পর জুলাই-২০১৮ পর্যন্ত ডাইফের শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন কারখানাসমূহ ১৪০০০ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরসিসি'র প্রকৌশলীদের দ্বারা অত্যন্ত কম সময় ও দক্ষতার সাথে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহের মধ্যে ১৪৬৫টি কারখানা মোট ৭৩৬১ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ৮০৬টি কারখানা তিন বা ততোধিকবার পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও, আরসিসিতে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্তৃক অ্যাকর্ডের হস্তান্তরিত ১৮৯ ও অ্যালায়েন্স এর মধ্যে ১৫২টি কারখানাও পরিদর্শন করা হয়েছে।

ক্যাপ ফলো-আপ অগ্রগতি

আরসিসি কার্যক্রম গ্রহণের পর জুন, ২০২১ পর্যন্ত কারখানার ভবনের কাঠামোগত ক্যাপ ৩,২৩২ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৫৮%, বৈদ্যুতিক ক্যাপ ১৮,৫৫৭ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪৪% এবং অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাপ ১৬,৭০২ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪৩%।

ড্রয়িং ডিজাইন অগ্রগতি

সংস্কারকাজ বাস্তায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানার মোট ১১১৩ টি ড্রয়িং-ডিজাইন সংগ্রহ/ জমা প্রদান করা হয়েছে।

স্ট্রাকচারাল টাস্কফোর্স

কাঠামোগত সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩৪২টি DEA/ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৪৯টি কারখানার DEA/ড্রয়িংও ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৫৪টি কারখানার DEA/ড্রইং ও ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল টাস্কফোর্স

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৪০৮টি ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১২৪টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৭২টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ফায়ার টাস্কফোর্স

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩৬৩টি ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৯২টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৬৩টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতি

জুন, ২০২১ পর্যন্ত সংস্কারকাজের ৫০% বা এর চেয়ে কম অগ্রগতি হয়েছে ৪৬৯টি কারখানার, ৫০%-৭০% অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে ১১১টি কারখানা এবং ২১৪টি কারখানার ৭০%-এর বেশি অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্কারকাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে ১৫টি কারখানার, তন্মধ্যে ১টি কারখানা সকলক্ষেত্রে সংস্কারকাজ শতভাগ সম্পন্ন করেছে। আরসিসি প্রকৌশলীদের নিয়মিত পরিদর্শন এবং ডাইফের নিবিড় তদারকির ফলশ্রুতিতে সংস্কারকাজে অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ৬২৯টি কারখানা কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং ১০১টি কারখানা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সংস্কারকাজের সার্বিক অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত) প্রায় ৪৮%। যা শুধুমাত্র জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন চলমান কারখানাসমূহ বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। আরসিসি এর পরিদর্শন কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ৬২৯ টি কারখানা বন্ধ হয়েছে বিধায় কারখানাসমূহে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে বিবেচনায় সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৭০% বলা যায়।

এছাড়াও, Escalation Protocol-এর আওতায় এপর্যন্ত ২১৫টি কারখানার Utilization of Declaration (UD) বন্ধের জন্য বিজিএমইএ/বিকেএমইএকে অনুরোধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ। পরবর্তীতে ইউডি বন্ধের জন্য আরসিসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১৮১টি কারখানার তালিকা ডাইফের মাধ্যমে বিজিএমইএ-কে সরবরাহ করা হয়, তন্মধ্যে ৮৪টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ ।

আরটিএম : সংস্কারকাজে স্বচ্ছতা ও আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে অনলাইন রিমেডিয়েশন ট্র্যাকিং মডিউল (RTM) ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কারখানার বর্তমান অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে।

আরসিসি'র চ্যালেঞ্জসমূহ

- জাতীয় উদ্যোগের বেশিরভাগ কারখানাই ছোট পরিসরের
- বেশিরভাগ কারখানা ভাড়া বাড়ি বা ভবনে অবস্থিত এবং সাবকন্ট্রাকটে কাজ করছে
- একই ভবনে একাধিক প্রতিষ্ঠান/কারখানা
- আর্থিক অসচ্ছলতা, অসচেতনতা ও সংস্কারকাজের প্রতি অনাগ্রহ
- বেশিরভাগ কারখানার বিদেশি ক্রেতা না থাকায় সংস্কার কাজের প্রতি অনীহা
- Escalation Protocol অনুযায়ী কারখানাসমূহের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়
- করোনা মহামারির কারণে অনেক বিদেশি অর্ডার বাতিল হওয়ায় অনেক কারখানার মালিক সংস্কারকাজে আগ্রহী নয়

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- কারখানা/ভবন মালিক ও তালিকাভুক্ত কনসাল্টিং ফার্মের প্রতিনিধিবৃন্দের সংস্কারকাজে উৎসাহিতকরণের জন্য সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।
- COVID-19 পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্কারকাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।
- ভবিষ্যতে Industrial Safety Unit (ISU)-এর কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে DIFE এর প্রকৌশলীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা স্কিম

১। প্রকল্পের শিরোনাম : তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা স্কিম

২। প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ : মোট- ৫৮৯৮.৭৬ লক্ষ টাকা
জিআইজেড- ৫৬৯৮.৭৬ লক্ষ টাকা
জিওবি- ২০০.০০ লক্ষ টাকা

৪। প্রকল্পের এলাকা/আওতা : রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক ও চামড়া কারখানা

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং জিআইজেড

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- দুর্ঘটনায় আহত/নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- আহত শ্রমিকের পুনর্বাসন
- দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

৭। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি :

- নির্ধারিত কারখানার শ্রমিকগণকে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- আহত শ্রমিকের পুনর্বাসন বিষয়ক একটি স্ট্র্যাটেজির খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কাজ চলমান।
- দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি ইনস্যুরেন্স স্কিম পাইলটিং-এর কাজ চলমান।

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এল আই এম এস) প্রকল্প (০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	৩,৫০০.০০
২	কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়) (০১-০১-২০২২ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	২,২০০.০০
৩	প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার CAP বাস্তবায়ন প্রকল্প (০১-০১-২০২২ থেকে ৩১-১২-২০২৪)	২,৪০০.০০
৪	RMG কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (০১-০১-২০২২ থেকে ৩১-১২-২০২৩)	৪,৯০০.০০
৫	নির্বাচিত ট্যানারি, লেদার ফুটওয়্যার ও টেক্সটাইল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প (০১-০১-২০২২ থেকে ৩১-০৬-২০২৩)	২,৩০০.০০
৬	পেশাগত ব্যাধি প্রতিরোধ কর্মসূচি, চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রকল্প (০১-০৩-২০২২ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	২,৪০০.০০

আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম

ডিজিটাল সেবা

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল উপাদান ডিজিটাল সরকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। 'ডিজিটাল সরকার' বলতে নাগরিকদের হাতের কাছে সরকারি সেবা নিশ্চিত করতে সরকারের সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝায়। যেহেতু সরকারই প্রধানত নাগরিক সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশের জনসাধারণ নাগরিক সেবা প্রাপ্তির জন্য সরকারের উপর নির্ভর করে, তাই ডিজিটাল সরকার জনসাধারণের জীবনে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's charter) অনুযায়ী বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদান করে আসছে। তন্মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইনের বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন প্রদান, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের চাকুরিবিধি অনুমোদন, শ্রমিকগণের চাকরি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি উল্লেখযোগ্য। এইরূপ নাগরিক সেবা ছাড়াও এই অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকার দাপ্তরিক সেবা প্রদান করে থাকে। এসকল নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দুইটি ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রবর্তন করেছে- Labour Inspection Management Application (LIMA) এবং DIFE Oneclick Reporting System। LIMA নামক ডিজিটাল সেবাটি নাগরিক এবং দাপ্তরিক উভয় ধরনের সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, অন্যদিকে Oneclick Reporting System টি প্রধানত দাপ্তরিক সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ডিজিটাল সেবা দু'টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে প্রদান করা হলোঃ

১. Labour Inspection Management Application (LIMA)

লিমা ৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। এই সফটওয়্যারটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সহযোগিতায় কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তৈরি করে।

লিমা ব্যবহারের মাধ্যমে অধিদপ্তরের তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজ হয়েছে। এই ডিজিটাল সেবার ব্যবহার প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করে, তাই এটি স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতার জন্য সহায়ক। লিমা প্রবর্তনের ফলে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ অনলাইনে কারখানার লাইসেন্স/ রেজিস্ট্রেশন পরিষেবা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও, পেশাগত দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির প্রতিবেদন, সেইফটি কমিটির তথ্য অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। শ্রমিকরা অনলাইনে অভিযোগ জমা দিতে পারেন এবং অভিযোগ প্রতিকারের অবস্থা যাচাই করতে পারেন। নির্দিষ্ট কিছু তথ্য, যেমন- শ্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, নিবন্ধনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা লিমা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

লিমা ব্যবহার করে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮,৩৬৭টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে নিয়মিত পরিদর্শন ৬,৪২৩টি এবং বিশেষ পরিদর্শন ১,৯৪৪টি। একই সময়ে ১১৯৯টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নতুন লাইসেন্স লিমার মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৮টি লাইসেন্সের নবায়ন অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ৬৮টি অভিযোগ লিমার মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে।

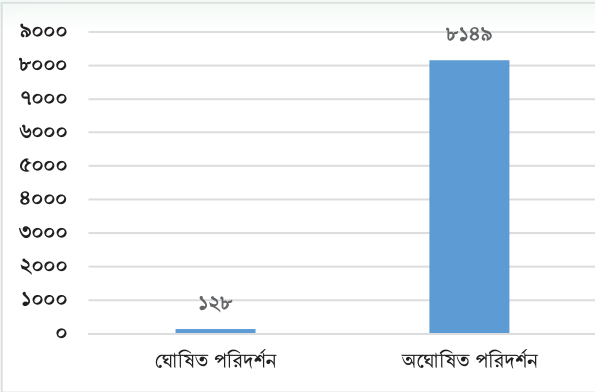

LIMA ঘোষিত ও অঘোষিত পরিদর্শন, ২০২০-২০২১ অর্থবছর

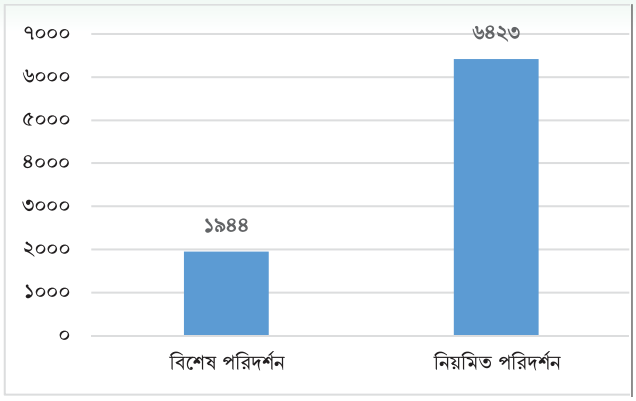

LIMA নিয়মিত ও বিশেষ পরিদর্শন, ২০২০-২০২১ অর্থবছর

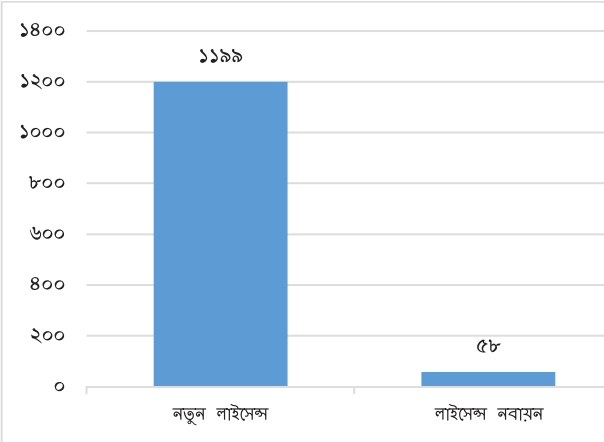

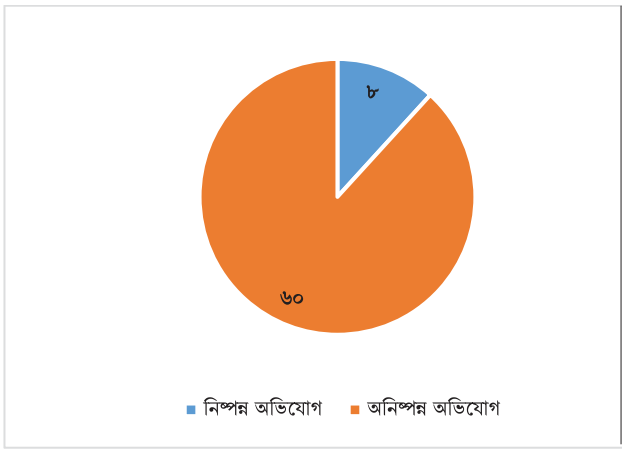

২. DIFE Oneclick reporting system

অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী এই ডিজিটাল সেবাটি দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় হতে প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখায় ৮ ধরনের, সাধারণ শাখায় ১৮ ধরনের, সেইফটি শাখায় ৩ ধরনের, এবং অন্যান্য ৪ ধরনের প্রতিবেদন বিভিন্ন ফরমেটে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির সময় কিছু ক্ষেত্রে এক শাখার প্রতিবেদন হতে তথ্য অন্য শাখায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২৩টি মাঠপর্যায়ের কার্যালয় হতে ২৩টি প্রেরিত ই-মেইল থেকে সংযুক্তি ডাউনলোড করে পুনরায় প্রতিবেদন একীভূত করা হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে যেসকল সমস্যা দেখা দেয় তা হল- প্রেরিত প্রতিবেদনের ফাইল ফরম্যাটের বিভিন্নতা, ছকে নির্দিষ্ট করে দেয়া কলাম বাদ পড়া, গণনার ত্রুটি (computational mistake), সফটওয়্যার সংস্করণের ভিন্নতা, নাম্বার ফরম্যাট এর সঙ্গে টেক্সট ফরম্যাট জুড়ে দেয়া ইত্যাদি। এছাড়াও, তথ্য বিশেষণ এবং উপস্থাপনার জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তাকে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হতে হয়। তাৎক্ষণিকভাবে উপাত্তকে তারিখ অনুযায়ী ফিল্টার করা, উর্ধ্বক্রম অথবা নিম্নক্রম অনুযায়ী সাজানো, শতকরায় প্রকাশ করা, ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী ভাগ করা, বিভিন্ন চার্ট (পাই, পিভট, লাইন, কলাম) যুক্ত করা- এই সকল বিশ্লেষণধর্মী কাজগুলো করার মতো দক্ষতাসম্পন্ন লোক না থাকলে সংগৃহীত উপাত্তের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রেরণের কাজ খুবই সময় সাপেক্ষ এবং প্রতিবেদন সংরক্ষণসহ তুলনামূলক পর্যালোচনাও কঠিন।

ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেমে ২৩ উপমহাপরিদর্শকগণ তাদের স্ব স্ব কার্যালয় হতে রিপোর্টিং সিস্টেমের লগইন পেজে প্রবেশ করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে লগইন করে সিস্টেমে প্রবেশ করে প্রধান কার্যালয় হতে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত টেমপ্লেটে/কলাম এ রিপোর্টিং এর কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। একইসাথে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় অথবা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্টিং কলাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ডাইনামিক টেমপ্লেট এর মাধ্যমে রিপোর্টিং কলাম সাজিয়ে পুনরায় সার্ভার এ দেয়া সম্ভব হবে। সিস্টেমে সংরক্ষিত ডাটা ডাউনলোড করা যাবে। প্রতিবেদন একীভূত করাও অনেক সহজ হবে। সেই সাথে এই সিস্টেমে তুলনামূলক পর্যালোচনা করাও সম্ভব হবে। জেলা কার্যালয় থেকে প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট প্রদানের পূর্বে অনুমোদনের ব্যবস্থা এতে রাখা হয়েছে।

এছাড়াও, সিস্টেমটিতে প্রতিটি রিপোর্টিং মডিউলের জন্য ড্যাশবোর্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে আহরিত তথ্য বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের (যেমনঃ তারিখ অনুযায়ী সাজানো, উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী সাজানো, পাই চার্ট) সুযোগ থাকবে। ভবিষ্যতে যেকোন ধরনের প্রতিবেদন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ হতে সংগ্রহ করতে ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম প্লাটফর্মটি ব্যবহার করা যাবে।

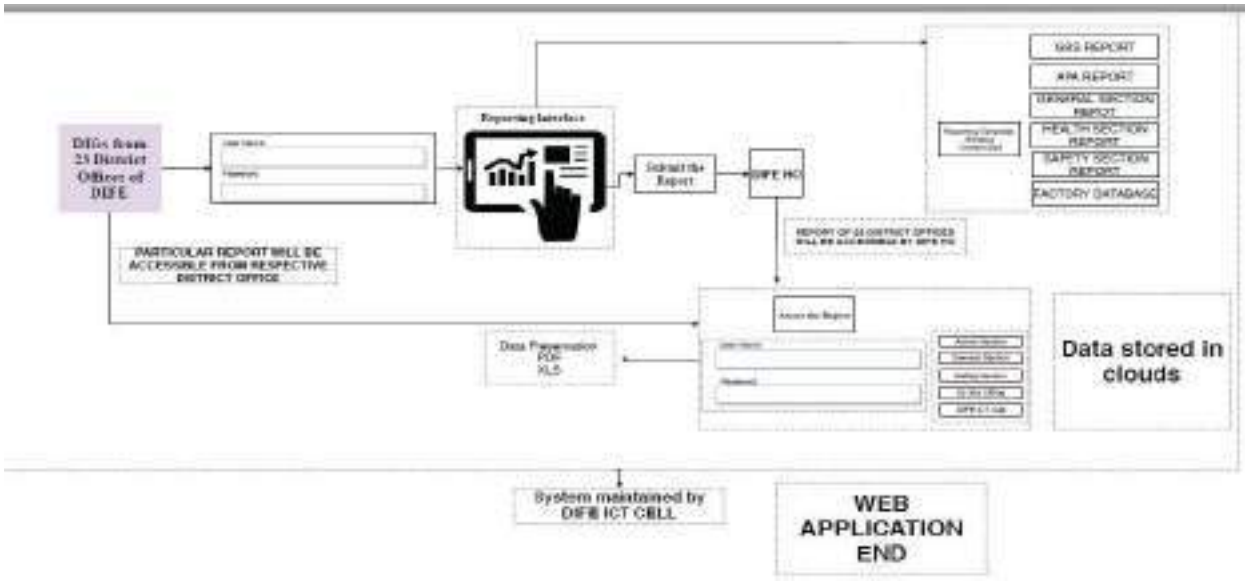

চিত্র : ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম - সিস্টেম আর্কিটেকচার

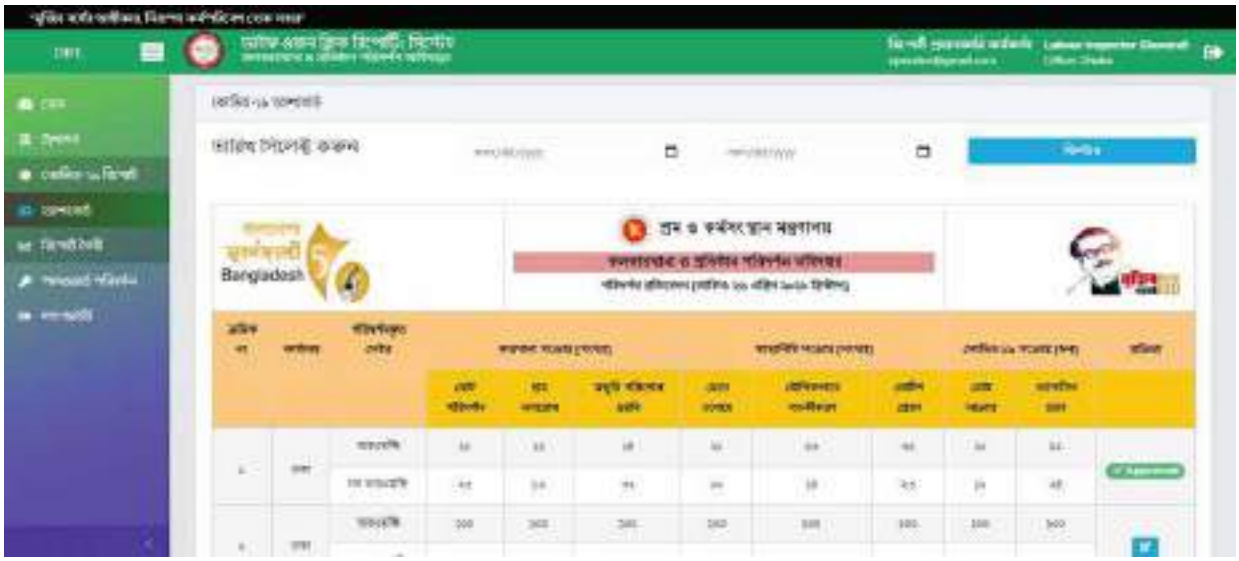

চিত্র : ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম

উদ্ভাবন বিষয়ক কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১ অনুসারে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ইনোভেশন উদ্যোগকে স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম সোপান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইনোভেশনের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) প্রতিষ্ঠা করে। সুশাসনে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া নাগরিক সম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে উৎসাহিত করে। জনসেবায় সরকারি কর্মক্ষেত্রে উদ্ভাবন একটি নতুন ধারণা। উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় যে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ধারণাটি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য GIU গঠিত হয়েছে। এতে সরকারি দপ্তরসমূহে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের সুযোগ তৈরী হয়। "সবার আগে নাগরিক" এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে গভর্ন্যান্স ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ, লালন ও বাস্তবায়নে সরকারের 'থিংক ট্যাঙ্ক' হিসেবে ভূমিকা রাখাই গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিটের প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাফল্য এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের নিকট সেবা পৌঁছে দেয়াই হলো উদ্ভাবন। সরকারি দপ্তরসমূহে নাগরিক সেবাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীরা কাজ করে যাচ্ছে। GIU তাদের ভাল কাজ এবং উদ্ভাবনী ধারণাগুলোকে উৎসাহিত এবং প্রতিপালনের জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। ২০১৩ সালের ০৮ এপ্রিল সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা, এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠনের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। এতে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২২ জুলাই, ২০২০ তারিখে অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় মোট ১৫টি উদ্দেশ্য (objectives) অর্জনের জন্য সর্বমোট ৩৪টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় অধিদপ্তরের অধীন সকল কার্যালয় হতে উদ্ভাবনী ধারণা আহ্বান করা হয় এবং পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই শেষে 'ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন' শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। উদ্ভাবনী ধারণাটির পাইলটিং বাস্তবায়নের জন্য ১৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে একটি সরকারি আদেশ জারি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ০১ মার্চ, ২০২১ তারিখে 'ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন' ধারণাটির পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং এ প্রাপ্ত ফলাফল সমূহ নিরীক্ষা করে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটিকে আরও উন্নততর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর উদ্ভাবনী ধারণাটিকে সারাদেশে সম্প্রসারণ/রেপ্লিকেশনের উদ্দেশ্যে Google Playstore এ নিবন্ধন করা হয় এবং তা প্রচারের জন্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কার্যালয়সমূহের সাহায্যে প্রচারণা চালানো হয়। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি বর্তমানে শুধুমাত্র এন্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল ফোনের জন্য Google Playstore এ "DIFE - একসেবা" নামে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। উদ্ভাবনী ধারণা 'ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন'-এর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে প্রদান করা হলো ঃ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য যেসব সেবা অনলাইনে প্রদান করা হয় সেগুলো হলো-অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, অনলাইনে কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন, অনলাইনে কারখানা/প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রদান, অনলাইনে অভিযোগ প্রদান, ডাইফ হেল্পলাইনের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ ইত্যাদি। অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা ওয়েবে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যার ফলে নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য, আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্যাদি পেতে অনেক বেগ পেতে হয়। তাই অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা DIFE Eksheba Mobile Application এর মাধ্যমে একটি একক প্লাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। নাগরিকদের সেবা সম্পর্কিত এবং আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্য, লাইসেন্স গ্রহণ এবং নবায়ন, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ, শ্রমিকদের অভিযোগ প্রদান আরও সহজ হয়েছে।

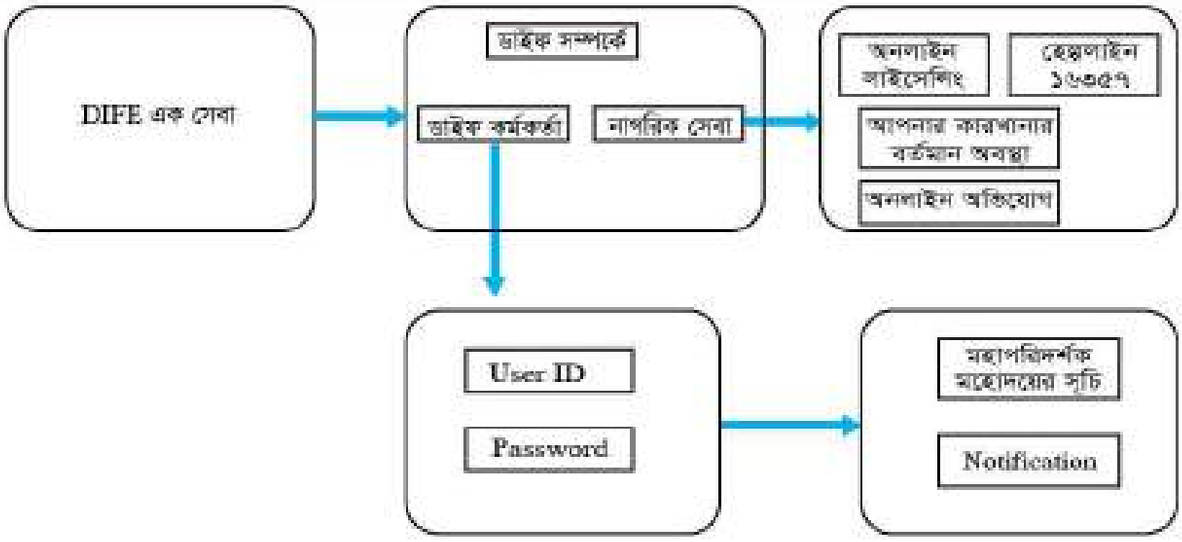

চিত্র : প্রসেস ফ্লো-ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবে :

সময় (Time)	:	ওয়েবের বিভিন্ন পেজে থাকা সেবাসমূহ একটি মোবাইল অ্যাপে নিয়ে আসায় কাঙ্ক্ষিত সেবাটি খুঁজে পেতে সেবাগ্রহীতার সময় কম লাগবে।
খরচ (Cost)	:	কম সময়ে অনলাইনে সেবা গ্রহণের ফলে সেবাগ্রহীতার খরচ কমবে।
যাতায়াত (Visit)	:	অনলাইন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতায়াতের প্রয়োজন নেই।

চিত্র : ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৩ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

টেবিল : ২০১৭ সাল থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় ও ২৩ জেলা কার্যালয়ে ই-নথি ব্যবহারের চিত্র

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	ডাক গ্রহণ	নিষ্পন্ন ডাক সংখ্যা	অনিষ্পন্ন ডাক সংখ্যা	স্ব-উদ্যোগে নোট	ডাক থেকে সৃজিত নোট	পত্র জারিতে নিষ্পন্ন	নোটে নিষ্পন্ন	অনিষ্পন্ন নোট	পত্রজারি
১	প্রধান কার্যালয়	৮৩,১৭৮	৮১,৬৩৩	১৫৪৬	২৫,২৪৮	৪৬,৬৪৪	২০,৪৪৯	৫১,১২৫	৩১৮	২০,৪৪৯
২	ঢাকা	৬,৩৮৯	৪,৫৯৮	১,৭৯১	২,৪৬৬	৩,৯৩০	২,৪৬১	৩,৮৭৭	৫৮	২,৪৬১
৩	গাজীপুর	৬,১৪৭	৫,৪৩৩	৭১৪	৩৯১	২,২৭৬	৯১৪	১,৭৪৬	৭	৯১৪
৪	নারায়ণগঞ্জ	৩,৬৭৬	৩,৩৫৮	৩১৮	১,২৪৭	১,৬৮৫	১,১৯৩	১,৭০৭	৩২	১,১৯৩
৫	চট্টগ্রাম	২,৭০২	১,৯২১	৭৮১	১,০১৭	১,৩৪৬	৫৯১	১,৭৬৩	৯	৫৯১
৬	ফরিদপুর	১,১৩৫	৯১৮	২১৭	৬৭৯	৩৪০	৪৩৩	৫৭১	১৫	৪৩৩
৭	কুষ্টিয়া	৭৩০	৪১৯	২৩১	৯৪	২৬৪	৭৫	২৪১	৪২	৭৫
৮	মুন্সিগঞ্জ	১,০৩৫	৯০০	১৩৫	১,৩১৫	৪৪২	১,২৩৫	৫০৯	১৩	১,২৩৫
৯	ময়মনসিংহ	২,৮১৩	২,৬৬২	১৫১	৩২৪৭	১,৩৭১	৩,৩৯৫	১,১৯৭	২৬	৩,৩৯৫
১০	যশোর	১,৯৪০	১,৮৩৩	১০৭	৮৫৩	১,৬৬৪	৭০২	১,৭৬৬	৪১	৭০২
১১	কুমিল্লা	৮৩১	৬৭০	১৬১	৫২৯	৮৫	৫৬৭	৪৪	৩	৫৬৭
১২	সিরাজগঞ্জ	৩৬০০	৩,৫০৮	৯২	১,৩৪৮	২,৭৩৪	২,১২২	১,৯৫০	১০	২,১২২
১৩	মৌলভীবাজার	১,৬৮১	১,৫৮৩	৯৮	১,১৫৪	৫১৯	১৩৯৫	২৫৫	২৩	১,৩৯৫
১৪	দিনাজপুর	২,৪৫৩	২৩৫২	১০১	৪৮৭	১,৭৬১	৮৬৬	১,৩৬৩	১৯	৮৬৬
১৫	রংপুর	২,০৪০	১,৮৪৪	১৯৬	৮৭০	১,১৮৬	৫১২	১,৪৮৭	৫৭	৫১২
১৬	বরিশাল	৩,৬৫২	৩,৪৫৬	১৯৬	১৫০	৭৫১	৭৬১	১২৬	১৪	৭৬১
১৭	সিলেট	১,০৬৯	৯৮০	১২৯	১৪৭	২৩১	২৯৪	৭৬	৮	২৯৪
১৮	খুলনা	২,২০১	২,০৭৯	১২২	১,২৬৯	৬৯৯	৭৮১	১১৬১	২৬	৭৮১
১৯	বগুড়া	১,১১৮	১,০৩৬	৮২	১৮০৫	৮৬১	৯৬২	১৬৯৯	৫	৯৬২
২০	টাংগাইল	২,৯৪৬	২,১৭৫	৭৭১	৬৭৭	৮৬১	৯২৫	৫৯০	২৩	৯২৫
২১	কিশোরগঞ্জ	১,৪৭৯	১,১৮৮	২৯১	১,০৮৬	৬৫০	৭২০	৯৮০	৩৬	৭২০
২২	পাবনা	৯১৫	৭৮৯	১২৬	৮১	২০৯	১৫৮	১১৬	১৬	১৫৮
২৩	নরসিংদী	৩,০৭৬	২,৩৮৯	৬৮৭	৫,৭৯২	২,২৮৫	৩,৭৬১	৪,০৭৮	২৩৮	৩,৭৬১
২৪	রাজশাহী	২,৭৮৪	২,৫৭৬	২০৮	১,৫৩২	১,৯৮৬	২,২১৭	১,২৪৭	৫৪	২,২১৭

উৎস : আইসিটি সেল, ডাইফ, ২০২১

প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ

৭ মার্চ ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় তথ্যবাতায়নের অংশ হিসেবে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের তথ্যবাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। গত অর্থবছরে (২০২০-২০২১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুশাসন শাখার নির্দেশনা অনুযায়ী সুশাসনের ৫টি জবাবদিহি-মূলক উপকরণ (Five accountability tools) তথা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার), বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (logo) নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের তথ্যবাতায়নে হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে তথ্যবাতায়ন অধিকতর তথ্যবহুল ও ব্যবহারকারী বান্ধব করা হয়েছে।

সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম

সেবা প্রদানের বিদ্যমান পদ্ধতি সহজ ও দ্রুততর করা এবং কম খরচে ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরে একটি দাপ্তরিক সেবা সহজীকরণের উদ্যোগ হাতে নেয়। ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম নামে একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখা হতে প্রদত্ত চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে মালামাল সরবরাহের সেবাটি সহজীকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়। উক্ত সেবা সহজীকরণের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে প্রদান করা হলো-

দৈনন্দিন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন-অফিস আসবাব, স্টেশনারী, ক্রোকারিজ, সংবাদপত্র/ম্যাগাজিন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এসব পণ্যের চাহিদাপত্র নিয়মিত বিভিন্নতে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা নির্দিষ্ট শাখায় প্রেরণ করে থাকেন। সরবরাহকারী শাখা চাহিদাপত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে স্টক পরিদর্শন, প্রাপ্যতা যাচাই, পণ্য প্রদানের চালান ফরম, স্টক রেজিস্টার হালনাগাদের কাজ করে থাকেন। এসব কাজ ম্যানুয়ালি করা সময়সাপেক্ষ, কষ্টসাধ্য এবং এতে ভুল করার অবকাশ থাকে। অপরদিকে ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় সংবেদনশীল। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে হলে পূর্ব থেকেই ইনভেন্টরি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। কাগজপত্রের রেজিস্টার ঘাটাঘাটি করে ১২ ধরনের অফিস আসবাব, ৪৫ ধরনের অফিস স্টেশনারী, ১৩ ধরনের ক্রোকারিজ, ৪ ধরনের এরোসল/ এয়ারফ্রেশনার/ কারসেন্ট এর সর্বশেষ স্টক যাচাই করার কাজটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া, কোন পণ্যটি কী পরিমাণ কিনতে হবে সেটি বুঝতে হলে বিগত বছরগুলোর চাহিদা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে যা প্রচলিত কাগুজে পদ্ধতিতে করা দুঃসাধ্য।

এই প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরে একটি ওয়েব-বেজড সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক কর্মচারীর প্রাপ্যতা (সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী) সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর পদবী অনুযায়ী পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে দেয়া আছে। প্রত্যেক কর্মচারীর নিজ নামে উক্ত সফটওয়্যারে একাউন্ট থাকবে। উক্ত একাউন্টে লগইন করে তিনি পণ্যের চাহিদা পত্র একটি অনলাইন ফরম পূরণ করে প্রেরণ করবেন। পণ্য সরবরাহকারী শাখার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য 'ইনভেন্টরি ম্যানেজার' হিসাবে একটি একাউন্ট আছে এবং উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি প্রাপ্ত সকল চাহিদাপত্র তালিকা আকারে দেখতে পাবেন। সেই তালিকায় পণ্যের চাহিদার পাশাপাশি পণ্যের বর্তমান স্টক প্রদর্শন করবে। তালিকা যাচাইপূর্বক চাহিদাপত্র অনুমোদনের ব্যবস্থা আছে।

এই সিস্টেমটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে জারিকৃত "মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ মাঠপ্রশাসন/ অধিদপ্তর/ দপ্তর/ পরিদপ্তরে কর্মরত কর্মচারীগণের অফিস আসবাব, অফিস সরঞ্জাম, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন প্রাপ্যতার প্রাধিকার পুনঃনির্ধারণ" শীর্ষক পরিপত্র অনুসরণ করা হয়েছে।

সিস্টেমটির মাধ্যমে স্টক ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যাবে। স্টক সম্পর্কিত প্রতিবেদন এক্সেল/ওয়ার্ড/পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করা যাবে। এর ফলে স্টক হালনাগাদ সম্পর্কিত কাজ সম্পাদনের জন্য সময় ব্যয় করতে হবে না। ভুলভ্রান্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যহারে কমবে বলে আশা করা যায়। সফটওয়্যারটি তৈরি করতে PHP, Laravel framework ব্যবহার করা হয়েছে।

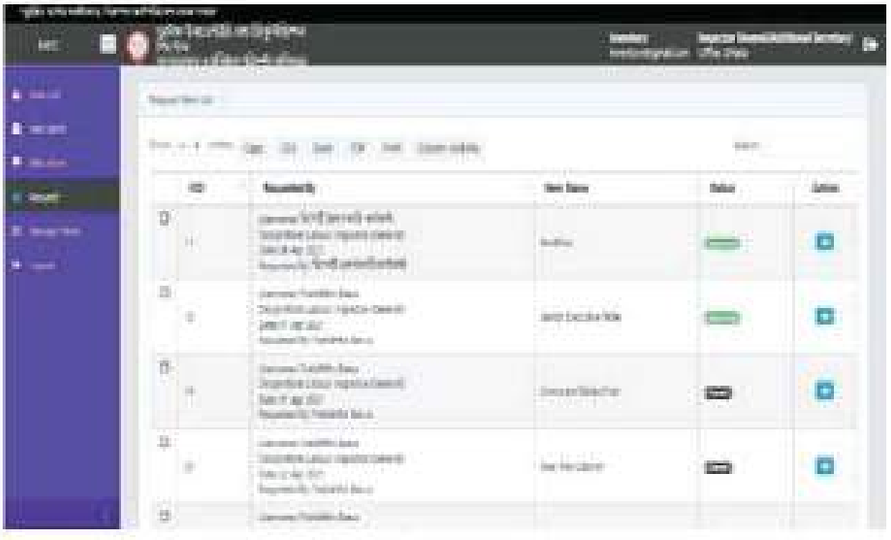

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে অগ্রগতি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৮ নং অভীষ্ট বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এ ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫ টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৫ জন কর্মকর্তাকে ৫ টি ইন্ডিকেটরের বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ইন্ডিকেটর ৮.৫.১ এর বিভিন্ন সেক্টরে নারী-পুরুষ সমান হারে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি সেক্টরে এটি বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইন্ডিকেটর ৮.৭.১ এর ইতোমধ্যে ৬টি সেক্টরে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া ০৮টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে ৫০০০ জন শিশুকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের পূর্বেই সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করা হবে।

সূচক ৮.৮.১: পেশাগত কাজে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল হতাহতের ঘটনা বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এমন হতাহতের ঘটনা ঘটার প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার ধারায় রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ফ্যাটাল দুর্ঘটনার হার কমেছে। ২০১৫ সালে ফ্যাটাল হতাহতের সংখ্যা ছিল ৩৮২টি। ২০১৯ ও ২০২০ সালে তা যথাক্রমে ২২৮ ও ৭০ তে নেমে এসেছে। নন-ফ্যাটাল দুর্ঘটনার সংখ্যা বা হতাহতের ঘটনাও কমেছে। ২০১৫ সালে এ ধরনের হতাহতের ঘটনার সংখ্যা ছিল ২৪৬টি। ২০১৯ ও ২০২০ সালে তা যথাক্রমে ১১১ ও ১১৮ তে নেমে এসেছে। এ চিত্র থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি আরও ঢেলে সাজানো প্রয়োজন আছে। এই হতাহতের ঘটনার হারের একটি পূর্ণ চিত্র নিম্নের ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল : কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় হতাহতের ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল সংখ্যা

	ভিত্তি বছর ২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
৮.৮.১ লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে পেশাগত কাজে মারাত্মক ও মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার।	a) ফ্যাটাল হতাহত:৩৮২ (পুরুষ:৩৬২, মহিলা:২০) b) নন-ফ্যাটাল হতাহত: ২৪৬(পুরুষ:১৭৭; মহিলা:৬৯)	a) ফ্যাটাল হতাহত:১০২ (পুরুষ:১২৪, মহিলা:০৮) b) নন-ফ্যাটাল হতাহত:১০১ (পুরুষ:৬২; মহিলা:৩৯)	a) ফ্যাটাল হতাহত:১৩২ (পুরুষ:১০৫, মহিলা:২৭) b) নন-ফ্যাটাল হতাহত:৪৮৮ (পুরুষ:২৮৫; মহিলা:২০৩)	a) ফ্যাটাল হতাহত:৩৮২ (পুরুষ:৩৬২, মহিলা:২০) b) নন-ফ্যাটাল হতাহত: ১৯৬(পুরুষ:১৭৭; মহিলা:১৯)	a) ফ্যাটাল হতাহত:২২৮(পুরুষঃ২২০, মহিলা:৮) b) নন-ফ্যাটাল হতাহত: ১১১(পুরুষ:৯৪; মহিলা:১৭)	a) ফ্যাটাল হতাহতঃ ৭০ (পুরুষ:৬৪, মহিলা:৬) b) নন-ফ্যাটাল হতাহত: ১১৮(পুরুষ:৭৫; মহিলাঃ৪৩)

উৎস : পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, ডাইফ, ২০২১

চিত্র: দুর্ঘটনায় ফ্যাটাল হতাহতের হার

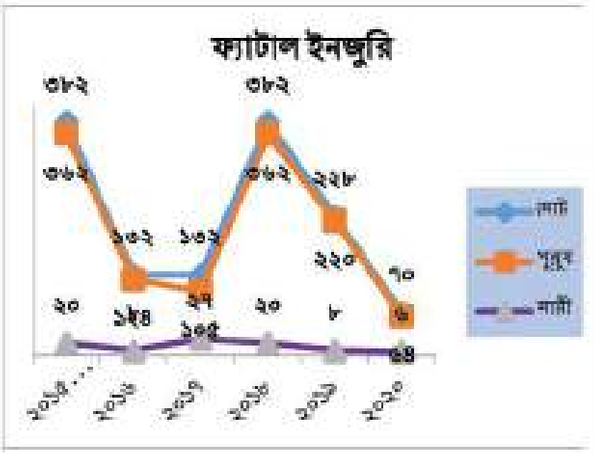

চিত্র: দুর্ঘটনায় নন-ফ্যাটাল হতাহতের হার

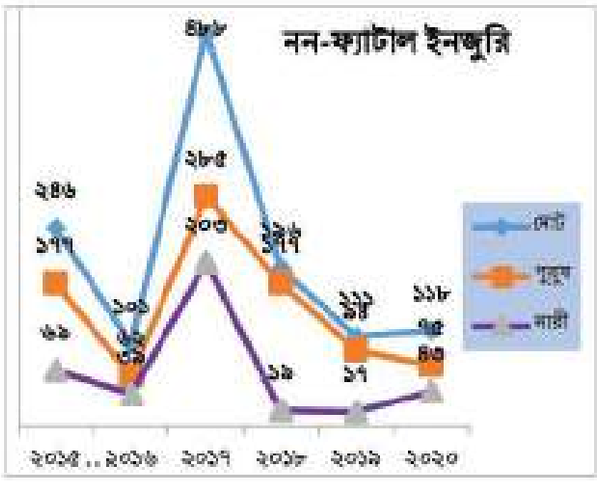

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম সূচক-লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে, পেশাগত কাজে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল ঘটনার হার (৮.৮.১) কমিয়ে আনতে হলে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হার হ্রাসের বিকল্প নেই। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার তথা হতাহতের পরিমাণ হ্রাসকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার। বাংলাদেশ সরকার কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে বদ্ধপরিকর। এজন্য প্রয়োজন সরকার, মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন কর্মক্ষেত্রে হতাহতের হার হ্রাস করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে এবং শ্রমখাতসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত করবে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে। যথা-

- বেতন-ভাতাদি, কর্মপরিবেশ, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, ওয়াশরুমের ব্যবস্থা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩৪৫ এ বর্ণিত 'সম কাজের সম মজুরি' এবং ৩৩২ ধারায় বর্ণিত 'মহিলাদের প্রতি শালীন আচরণ' মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন;
- কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন রোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 'Gender equality and women's empowerment at workplace' প্রকল্পের মাধ্যমে আরএমজি, লেদার গুডস ও চা বাগানে প্রশিক্ষণ এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২০-এ শেষ হয়।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তরসমূহের জন্য "Operational strategy to prevent and respond to Gender based violence and Gender Discrimination in the workplace" শীর্ষক স্ট্রাটিজি প্রণয়ণ ও অনুমোদন করা হয়েছে।

তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয় ও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের আপিল কর্তৃপক্ষ	প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা	ই-মেইল
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	ig@dife.gov.bd chiefdife@gmail.com
প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা		
কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	**প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা**	**ই-মেইল**
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), প্রধান কার্যালয়।	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	addig@dife.gov.bd
মোঃ ফোরকান আহসান তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা (বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), প্রধান কার্যালয়।	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	pro@dife.gov.bd

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকরতার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের ঠিকানা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ই-মেইল নম্বর
১	এ কে এম সালাউদ্দিন উপমহাপরিদর্শক, ঢাকা	পুরাতন শ্রম ভবন, ৪, রাজউক এভিনিউ, (২য়, ৮ম ও ৯ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, ঢাকা-১০০০।	dig.dhaka@dife.gov.bd digfe.dhaka@gmail.com
২	শৌমেন বড়ুয়া উপমহাপরিদর্শক, নারায়ণগঞ্জ	বাগে জান্নাত মসজিদ গলি, ১৪২ নবাব সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।	dig.narayanganj@dife.gov.bd dig.narayanganj@gmail.com
৩	আহমেদ বেলাল উপমহাপরিদর্শক, গাজীপুর	আইআরআই রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।	dig.gazipur@dife.gov.bd dig.gazipur@gmail.com
৪	আব্দুল্লাহ আল সাকিব মুবাররাত উপমহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম	জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	dig.chattogram@dife.gov.bd digctg@gmail.com
৫	মোঃ আতিকুর রহমান উপমহাপরিদর্শক, নরসিংদী	২৬/২ তরোয়া, জেলখানা মোড়, নরসিংদী।	dig.narsingdi@dife.gov.bd narsingdidife@gmail.com
৬	মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন উপমহাপরিদর্শক, মুন্সিগঞ্জ	ভূঁইয়া ম্যানশন ২য় তলা, সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।	dig.munshiganj@dife.gov.bd dig.munshigonj@gmail.com
৭	মহর আলী মোল্লা উপমহাপরিদর্শক, টাংগাইল	প্রান্ত প্রভা (৩য় তলা), আটি পুকুরপাড় (বিশ্বাস বেতকা), ঢাকা রোড, টাংগাইল।	dig.tangail@dife.gov.bd digfe.tangail@gmail.com

৮	শাহ্ মোকাম্মেল ইসলাম উপমহাপরিদর্শক, কিশোরগঞ্জ	৩৪২/১, সাগর ভিলা, পশ্চিম হাবুয়া (কশাই খানা), কিশোরগঞ্জ।	dig.kishoreganj@dife.gov.bd digkishoregonj@gmail.com
৯	মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান উপমহাপরিদর্শক, মৌলভীবাজার	ভানুগাছ রোড (১০ নং গোলচত্বর সংলগ্ন), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।	dig.maulovibazar@dife.gov.bd dig.moulvibazar@gmail.com
১০	মোঃ মতিউর রহমান উপমহাপরিদর্শক, ফরিদপুর	পশ্চিম গোয়ালচামট, ২ নং সড়ক, ফরিদপুর	dig.faridpur@dife.gov.bd digfaridpur৩০১@gmail.com
১১	এম. এম. মামুন-অর-রশিদ উপমহাপরিদর্শক, কুমিল্লা	যাদুঘর রোড, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রথম গেইট সংলগ্ন, কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	dig.cumilla@dife.gov.bd digcomilla.dife@gmail.com
১২	তপন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা উপমহাপরিদর্শক, সিলেট	মির্জা ভিলা (৩য় তলা), ৯/বি, পল্লবী আবাসিক এলাকা, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট-৩১০০।	dig.sylhet@dife.gov.bd dig.sylhet.bd@gmail.com
১৩	বুলবুল আহমেদ উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, মাসকান্দা, সদর, ময়মনসিংহ।	dig.mymensingh@dife.gov.bd dig.mymensingh১@gmail.com
১৪	সোমা রায় উপমহাপরিদর্শক, রংপুর	আর কে রোড, গণেশপুর, রংপুর	dig.rangpur@dife.gov.bd dife.rangpur@gmail.com
১৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উপমহাপরিদর্শক, দিনাজপুর	বালুয়া ভাঙ্গার মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।	dig.dinajpur@dife.gov.bd dig.dinajpur.dife@gmail.com
১৬	মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া উপমহাপরিদর্শক, রাজশাহী	৬৯, আলম এপার্টমেন্ট (৪র্থ তলা), বিসিক মোড়, সপুরা, রাজশাহী।	dig.rajshahi@dife.gov.bd dig.mole.rajshahi@gmail.com
১৭	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম উপমহাপরিদর্শক, পাবনা	১১১/বি, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা-৬৬০০	dig.pabna@dife.gov.bd digpabna@gmail.com
১৮	মোঃ ইকবাল হোসাইন খান উপমহাপরিদর্শক, বগুড়া	বাড়ী নং-জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া-৫৮০০।	dig.bogura@dife.gov.bd digbogra@gmail.com
১৯	রাজীব চন্দ্র ঘোষ উপমহাপরিদর্শক, সিরাজগঞ্জ	চড় রায়পুর, পূর্বপাড়া, রামগতি, সিরাজগঞ্জ।	dig.sirajganj@dife.gov.bd digsirajgonj@gmail.com
২০	মোঃ হাসিবুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক, কুষ্টিয়া	৪০/১, মাহতাব উদ্দিন রোড, কাটাইখানা মোড়, কুষ্টিয়া	dig.kushtia@dife.gov.bd digkushtia@gmail.com
২১	ইকবাল আহম্মেদ উপমহাপরিদর্শক, যশোর	প্লট-০১, সেক্টর-১০, যশোর হাউজিং স্টেট, শেখহাটি বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর-৭৪০০।	dig.jessore@dife.gov.bd dig.jessore@gmail.com
২২	মোঃ আরিফুল ইসলাম উপমহাপরিদর্শক, খুলনা	শ্রম ভবন (৩য় তলা), বয়রা, খুলনা-৯০০০।	dig.khulna@dife.gov.bd dig.dife.khulna@gmail.com
২৩	হিমন কুমার সাহা উপমহাপরিদর্শক, বরিশাল	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।	dig.barishal@dife.gov.bd dife.barisal.dig@gmail.com

লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি

তফসিল-০৭ (বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫)

কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান, দোকান এবং ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি

(১) কারখানার জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	৫-৩০	৫০০	৩০০
বি	৩১-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১- তদূর্ধ্ব	১৮,০০০	১২,০০০

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের (কারখানা ও ঠিকাদার সংস্থা ব্যতীত) জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
মিনি	০-৫	৩০০	১৫০
এ	৫-২৫	৫০০	৩০০
বি	২৬-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১- তদূর্ধ্ব	১৮,০০০	১২,০০০

(৩) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের (ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক, বিমা ব্যতীত) জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-১০	৫০০	৩০০
বি	১১-৩০	১,০০০	৭০০
সি	৩১-৫০	১,৫০০	১,০০০

ডি	৫১-১০০	২,৫০০	১,৫০০
ই	১০১-৩০০	৩,৫০০	২,০০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	২,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৩,০০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৭,৫০০	৪,০০০
আই	১০০১- তদূর্ধ	১০,০০০	৫,০০০

(৪) বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠানের জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-৩০	৫০০০	৩০০০
বি	৩১-৫০	৭,০০০	৪০০০
সি	৫১-১০০	১০,০০০	৭,০০০
ডি	১০১-৩০০	১২,০০০	৯,০০০
ই	৩০১-৫০০	১৫,০০০	১০,০০০
এফ	৫০১-৭৫০	১৭,০০০	১২,০০০
জি	৭৫১-১০০০	১৮,০০০	১৫,০০০
এইচ	১০০১- তদূর্ধ	২০,০০০	১৭,০০০

(৫) দোকান, সুপার স্টোর, ক্লাব, রেস্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেল এবং কারখানা নয় এমন উৎপাদনশীল শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের জন্য :

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	০-০১	১০০	৫০
বি	০২-০৩	২০০	৭০
সি	০৪-০৬	৪০০	১০০
ডি	০৭-১০	৫০০	২০০
ই	১১-১৫	১,০০০	৩০০
এফ	১৬-২০	১,৫০০	৫০০
জি	২১-২৫	২,০০০	৭০০
এইচ	২৬-৩০	৩,০০০	১,০০০
আই	৩১-৩৫	৩,৫০০	১,৫০০
জে	৩৬-৪০	৪,০০০	২,০০০
কে	৪১- তদূর্ধ	৫,০০০	৩,০০০

(৬) ঠিকাদার সংস্থার শ্রেণিবিভাগ, লাইসেন্স, নবায়ন ফি ও জামানত হিসাবে বন্ড :

ক্র: নং	কর্মীর সংখ্যা	শ্রেণিবিভাগ	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি	জামানত হিসাবে বন্ড
১।	১-২০০	এ	২০,০০০/-	৫,০০০/-	২,০০,০০০
২।	২০১-৫০০	বি	৩০,০০০/-	৭,০০০/-	৩,০০,০০০
৩।	৫০১-৭০০	সি	৪০,০০০/-	১০,০০০/-	৪,০০,০০০
৪।	৭০১-১০০০	ডি	৫০,০০০/-	১৫,০০০/-	৫,০০,০০০
৫।	১০০১-২০০০	ই	৬০,০০০/-	১৮,০০০/-	৬,০০,০০০
৬।	২০০১-৪০০০	এফ	৭৫,০০০/-	২০,০০০/-	৭,৫০,০০০
৭।	৪০০১-তদূর্ধ	জি	১,০০,০০০/-	২৫,০০০/-	১০,০০,০০০

আলোকচিত্রে অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে কেক-কাটা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী 'আনিশা আনজুম আবৃত্তি'র হাতে সনদপত্র ও প্রাইজবন্ড তুলে দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

খুলনায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশায় করোনায় কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপিসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপিসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ব্যাচ-৭ এর সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি।

জাতীয় শোক দিবস-২০২০ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুরে হেলথ ক্যাম্প উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম।

শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে ত্রিপক্ষীয় মতবিনিময় সভা।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ের ৪র্থ-১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মোঃ সামশুল আলম খান। মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ-এর হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে উপমহাপরিদর্শক কার্যালয়ের ৪র্থ-১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন উমহাপরিদর্শক, গাজীপুর জনাব আহমেদ বেলাল। মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ-এর হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ের ১১তম-২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন মোঃ মোখসেদ আলী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ-এর হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রংপুর-এর উদ্যোগে একজন শ্রমিকের চাকরি অবসানজনিত আইনানুগ পাওনাদি মালিকপক্ষ কর্তৃক আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক দোকান খোলা-বন্ধ নিয়ে দোকান মালিক সমিতি, মুন্সীগঞ্জের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গণশুনানি।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তার ৩৫টি চেক ৯,৮০,০০০/- (নয় লক্ষ আশি হাজার টাকা) গ্রহীতাগণের নিকট বিতরণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা-এর অধিভুক্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মধ্যে চারা গাছ বিতরণ করেন ডাইফ মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ।

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঢাকা-এর অধিভুক্ত পোশাক শিল্প কারখানায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প।

বিভিন্ন কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর-এর সভাকক্ষে অংশীজনের জন্য সভা।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক কারখানার শ্রমিকের কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধনপূর্বক টিকা নিবন্ধন কার্ড প্রদান।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ-কে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর তহবিলে ২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, গাজীপুর এর নেতৃত্বে ব্যান্ডো ফ্যাশন লি. কারখানার শ্রম অসন্তোষ নিরসন কার্যক্রম।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

"এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না
যদি এদেশের মানুষ যারা
আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি
না পায় বা কাজ না পায়। .....
এই স্বাধীনতা তখনি আমার কাছে প্রকৃত
স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার
কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল
দুঃখের অবসান হবে।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০